স্মর-গরল

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত



রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
১৩৪৩

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

মূল্য তিন টাকা

[প্রচ্ছদপটের মোহরটি শিল্পী শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়-পরিকল্পিত]

'স্মর-গরল' ছাপা শেষ হইল, এইবার তাহার ললাটে কিছু লিখিয়া দিব। বাংলা-সাহিত্যের যে যুগ এক্ষণে চলিতেছে, তাহাতে এ-জাতীয় কবিতা—ভাষা ও ভাব দুই-ই—নিতান্ত অসাময়িক। 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৮ সালে, অর্থাৎ পনর বৎসর পূর্ব্বে; 'বিস্মরণী' তাহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৩৩৩ সালে। 'স্মর-গরল' আরও দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হইতেছে। এই কবিতাগুলির প্রায় সবই 'বিস্মরণী'র অব্যবহিত পরেই রচিত, এবং অন্তত পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইতে পারিত; হইলে হয়তো এত পুরাতন মনে হইত না। তথাপি যে প্রকাশ করিতে হইল তাহার কারণ, এই কবিতাগুলি 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী'র ক্রমানুবন্ধী—একই ধারার পরিণতি। 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী' যদি কাহারও ভাল লাগিয়া থাকে, তবে এই কবিতাগুলিও তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রেক করিবে, ইহাই মনে করিয়া 'স্মর-গরল' প্রকাশিত করিলাম।

নতুবা, এই গদ্য-কবিতার যুগে এমন একটা অতিশয় অনাধুনিক কাব্য প্রচার করার মত মূঢ়তা আর কি হইতে পারে? বঙ্কিম-মাইকেলের কাব্য বাতিল হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথও গদ্য-কবিতায় আত্ম গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আধুনিক যুব-জন যাহাকে জাতিচ্যুত করিয়াছে—সেই কাব্যরীতি ও সেই রস পরিবেশন করিতে আমিও কম কুণ্ঠিত নহি। একমাত্র ভরসা এই যে,

'কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা'—সেই পুরাতন কথা। আমার কবিতাও যে পুরাতন।

'স্মর-গরল'-প্রকাশের সমস্ত ভার লইয়াছেন শ্রীমান্ সজনীকান্ত দাস। আমার প্রতি তাঁহার যে অকপট স্নেহ ও শ্রদ্ধা—তাহাই ইহার কারণ, না, তাঁহার সাহিত্য-প্রীতিই অকপট ও অভ্রান্ত—সে বিচার সাহিত্যিক পাঠক-সমাজ করিবেন; আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহাশিস জানাইতেছি। এই কার্য্যে আরও দুই জনের সাহায্য আমি আহ্লাদসহকারে স্বীকার করিতেছি। আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ কুলচন্দ্র সেন, বি-এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং শ্রীমান্ সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন করিয়া ছাপার ভুল সংশোধন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা উভয়েই আমার আশীর্ব্বাদভাজন।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

বন্ধুবরেষু

এ নহে সে দ্রাক্ষারস, আসব শীতল—
যৌবন-যামিনীযোগে দোঁহে মুগ্ধ-প্রাণ
পিয়েছিনু এক-সুখে, একটি সে গান
গুঞ্জরি' স্খলিত-ভাষে, দুরাশা-চপল !
এক দিন আছিল যা সফেন-তরল,
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস ! সে মধুর ঘ্রাণ
আছে কি না দেখ দেখি ? পাত্র-শেষ পান-
তবু কি সহিবে কণ্ঠে এ স্মর-গরল ?

গরল ?—এ গ্লানি মিথ্যা জানি, তবু তারে
ঐ নামে আজো হায় বাসি যে মধুর !—
পিপাসার জ্বালা যত, বারি সে প্রচুর
অধর সরস করে নয়ন-আসারে !
সেই জ্বালা নিবে আসে দেহ-দীপাধারে—
আমি গাই, তুমি শোন তারি শেষ-সুর !

মাঠের বাড়ি, কাঁচরাপাড়া
রাস-পূর্ণিমা, ১৩৪৩

সূচী

স্ম র - গ র ল

স্মর-গরল

স্মর-গরল

আমি মদনের রচিনু দেউল—দেহের দেহলী 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে।
ছুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ—
পল্লবে তার অধীর চুম্ব,
রূপের আবীরে স্বস্তিক তায় আঁকিনু যতন-ভরে।

মধু-ঋতু সাথে মাধবের সখা দাঁড়াল ছুয়ারে মোর,
অনঙ্গ পুন অঙ্গ ধরিল—বর-বেশে এল চোর!
ধ্বজ-পতাকায় অম্বর ছায়,
রাগ-রাগিণীরা বন্দনা গায়,
নাচে চারি ভিতে কলা-বধূদল—পায়ে বাজে পাঁয়জোর।

হেরিনু তাহার কলঙ্ক শোভে কুঞ্চিত কালো কেশে,
মধুর অধরে মঞ্জু পিপাসা মিলাইয়া যায় হেসে।

অঙ্গদে ফুরে বিদ্যুদ্দাম,
ধনুখানি তার আজও উদ্দাম—
বুকে আছে তবু বিভূতির রেখা দাহনের অবশেষে।

নব তনু তার নেহারি' নেহারি' আঁখি হ'ল অনিমেষ,
সারা যৌবন জপিনু তাহার অপরূপ যোগী-বেশ।
হর-নয়নের বহ্নির কণা
দেহ হতে তার আজও ঘুচিল না—
তাই মদনের হাসি-মুখে একি বেদনার উন্মেষ!

সেই সে মূরতি ধেয়াইনু যবে স্বপন-সোপানে বসি'—
একে একে মোর মনের নিশীথে উল্কারা গেল খসি'।
বাঁশীতে বাজিল ব্যথার সোহিনী,
রতি হ'ল রাধা চির-বিরহিণী,
কেলি-কদম্ব-মূলে বিরাজিল উদাসীর বারাণসী।

স্মর-গরলের জ্বালা হ'ল তার বুকের নীলাম্বরী—
মোর কাম-বধূ বিধিমতে জাগে বিয়োগের বিভাবরী।
নীবি বাঁধা বটে মণি-মেখলায়,
আঁখির কাজলে বিজুলী খেলায়,
ফুল-বিছানায় তবু সে যে মোর চিতানল-সহচরী!

ওগো দুখহীন সুখ-লম্পট! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা-রভসে নহি আমি উৎসুক।

মোর কামকলা—কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস
আমি যে বধূরে কোলে ক'রে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ

দুই ভুরু মাঝে বিন্দুসমান আলো জ্বলে অনিমিখ!
রূপোন্মাদের তৃতীয় নয়নে হারায় দিক্-বিদিক!
পরশ-লালসে মদালস তনু—
ভেঙে কুটি-কুটি করি ফুল-ধনু,
তারি টঙ্কার-ঝঙ্কারে রচি রতি-বিলাপের ঋক্!

আপনারি দেহ-শবাসনে বসি' শ্মশানের বিভীষিকা
নিবারিয়া জ্বালি' অমার আঁধারে অলক'র দীপশিখা!
অঙ্গারে আর অস্থিমালায়
অতি অপরূপ রূপ উথলায়,
হেরি, দিকে দিকে খুলে যায় চোখে জীবনের যবনিকা!

দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা!
এই সুগঠন দেহ-উদূখলে
কঠিন মর্ম্ম দলি' কুতূহলে,
আমি নিদাঘের দাবদাহে রচি হিন্দোল-মূর্চ্ছনা!

আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!

ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না!
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!

আর সে বিষাণে প্রলয়-নিনাদ তুলিবে না শঙ্কর-
রূপলক্ষ্মী যে বিরূপাক্ষের ভরিয়াছে অন্তর!
দেহ-লাবণ্যে হোমানল জ্বালা—
কর-কমলের জপ-বীজমালা
শ্মশানেশ্বরে করেছে উতলা—সুধা-বিষ-জর্জ্জর!

মিলনোৎকণ্ঠা

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার—
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনি চমৎকার!
কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধ'রে আছে হাতে,
করমূলে বাঁধা লাল সূতা সেই—অলঙ্কার!
শুনেছি সে রূপ চমৎকার!

পরেছে বসন—বুঝি লাল চেলী, ডালিম-ফুলী?
দুরু-দুরু হিয়া—মণি-হার তায় উঠিছে দুলি'।
এয়োরা যখন শঙ্খ বাজায়
বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,
আকুল কবরী, রুখু-ভুখু চুল পড়িছে খুলি'—
হিয়া দুরু-দুরু উঠিছে দুলি'।

কত দিবানিশি কাটানু স্বপনে—সেই সে মুখ
দেখি নি কখনো, তবু সে আমার ভরেছে বুক!
প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল—
সকালে শেফালী, বিকালে বকুল,

ফুটিয়াছে নীপ—বরষা-আসারে ভরসা-সুখ,
সে মুখ আমার ভরেছে বুক।

এত দিনে বুঝি বিরহ যামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশী বাজে ওই—এবার নয়নে লেগেছে ঘোর!
হাতে হাতে সেই বাঁধি' মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি ?
এসেছে কি আজি সে সুখ-লগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর ?

পাতি' ফুল-শেজ বসিব দু জনে কথা না বলি',
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুসুম-কলি।
সে রূপ নেহারি' আঁখি অনিমেষ—
প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ।
ভুলে যাব গান, ফুলের মধুও ভুলিবে অলি—
শুধু চেয়ে রব কথা না বলি'।

বধূরে আমার দেখি নি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ—চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি-লগন ?—
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলী উজলি' তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি-তারা চমৎকার!

রূপ-মোহ

আমার অন্তর-লক্ষ্মী দেহ-আত্মা-মানসের
শেষ-তীর্থে শুচি-স্নান করি'
দাঁড়াইল মুক্ত-লজ্জা, সজ্জা শুধু সিক্ত কেশ—
মুক্তাস্রাবী তিমির-নির্ঝর।
সিত হ'ল সিঁথিমূল, মৃগমদ-চন্দনের
পত্রলেখা উরস-উপরি
নাহি আর,—সর্ব্বরাগহারা এবে, তাই তার
রূপরেখা অনিন্দ্য-সুন্দর।
মৃত্যু সাথে জীবনের নিত্য শুভ-সন্ধিক্ষণে
যে আলোক চকিতে মিলায়
গোধুলির ম্লান মুখে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের
শেষ আভা ঈষৎ লোহিত
ভাতিল অধরে তার—উষার তুষারে যেন—
কুণ্ঠাহীন মৌন-মহিমায়।
হেরি' তায় মুরছিনু, মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে গেল—
মন তবু হ'ল যে মোহিত।
অর্দ্ধ-স্বচ্ছ নীলাম্বরে তারার অন্তিম রশ্মি,
আধা-অশ্রু আধা-জ্যোতির্ম্ময়,

২

হেরিনু ললাটতলে—বড় দূর!—আছে তবু
একটুকু অতীত মমতা ;
না, সে বুঝি অশ্রু নয়, স্নান-শেষ নীর-বিন্দু
পক্ষ্মতলে লগ্ন হয়ে রয়—
একি মূর্ত্তি উদাসিনী!—সর্ব্ব অঙ্গ বেড়ি' তবু
লাবণ্যের একি নিষ্ঠুরতা

মনে হ'ল, একি সেই ?—কণ্ঠে যার পরাইনু
সর্ব্বসুখ-বিনিময় পণে
কল্পনার পঞ্চনরী (ধুক্ ধুক্ করে বুকে
পাঁচখানি ধুক্‌ধুকি তার)—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি অঙ্গরাগ
মিলাইনু যার প্রসাধনে
প্রাণের সঙ্গীত-রসে—এক পাত্রে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার।
যার বেণীবন্ধ হতে মায়ার দর্পণখানি
সন্তর্পণে খুলি' লয়ে হাতে
হেরিলাম মুখচ্ছবি রন্ধ্রহীন অন্ধকারে,
দুর্ব্বিষহ হর্ষে শিহরিয়া—
আমারি নয়নে যেন তার দুটি আঁখিতারা
ফুটে আছে অসীম তৃষাতে,

বুঝি না, দোঁহার মাঝে কেবা নিদ্রা যায়, কেবা
জাগে কার চেতনা হরিয়া।
যার গুরু উরুতটে একদা পূর্ণিমা-নিশি
পরায়েছে চারু চন্দ্রহার
সরায়ে শিথিল নীবি, বধূ যবে সংজ্ঞাহারা
আদরের মধুর লগনে,—
সেই মোর প্রাণেশ্বরী আজ মোরে চিনিল না।
সর্ব্ব স্মৃতি পরিচয়-ভার
নিমেষে মোচন করি' চাহিল সে আনমনে
অন্তরীক্ষে, সুদূর গগনে।

বুকে ক'রে ছিনু তারে—সারা নিশি নিদ্রাহীন,
স্পর্শসুখে মুগ্ধ অচেতন,
আমারি স্বপনে তার নিমীলিত আঁখিপুট
বার বার দিয়েছিনু ভরি';
জ্যোৎস্না-পাণ্ডু যামিনীর গণ্ডে যথা উল্কা-চিহ্ন—
মুখে তার আঁকিনু চুম্বন
আপনার অগ্নিবেগে—সে সোহাগে সখী মোর
সচকিয়া উঠে নি শিহরি'?
প্রেমের আকুতি যবে ফুরিল অধরে তার
কম্প্রকণ্ঠে, স্তিমিত প্রদীপে,

আড়ি পাতি' বাতায়নে আছিল যামিনী চুপে—
শুনে তায় হেসেছিল নাকি ?
আমি তো জানি নি কিছু। কার ছায়া এত কাল
আগুলিয়া শয়ন-সমীপে
নেহারিনু অনিমিখ ? নারী কিংবা অপ্সরা সে ?—
আঁখি তার রেখেছিল ঢাকি'
এই কি স্বরূপ তার। এ নহে বাসর-বধূ,
সীমন্তিনী, ভবন-সারিকা—
সেই মুখে একি হাসি !—আরতির দীপ-ভাতি
প্রতিমার নিথর বয়ানে।
সহসা স্মরিনু সেই গঙ্গাতীরে শান্তনুর
স্বপ্ন-শেষ প্রেম-মরীচিকা—
দেবী সে, প্রেয়সী নয় !—এ যে তাই আরো রূপ।
একি মোহ স্নেহ-অবসানে ?

বিভাবরী

আজি তার যৌবনের জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশী-
রাত্রি জাগে রজনী রূপসী।
সোনার প্রদীপখানি জ্বলিছে শিয়রে,
তারার মল্লিকামালা, জুঁই থরে থরে
ভরিয়াছে ফুলশয্যা তার,
খুলিয়াছে কবরীর গজমোতি-হার।

সোনার চুম্‌কি-দেওয়া নীল বারাণসী
পরিয়াছে রজনী রূপসী।
সে যে শ্যামা, তবু তার লাবণি হিরণ,
রূপে তার ডুবে আছে কৌস্তুভ-কিরণ!
আলোকের পালঙ্ক-শায়িনী
মৌনবতী রাজবালা—ছায়া-মায়াবিনী!

বালা-বধূ উষা নাকি রবির প্রেয়সী—
কার প্রিয়া রজনী রূপসী?
নয়নে পড়ে না তার জোছনা-পলক,
কেবা জানে কিবা তার প্রাণের পুলক?

ছড়াইছে ধরণীর 'পর
মুঠি-মুঠি শুভ্র রেণু কুসুম-কেশর।

আলোকের সভাতলে নহে সে উর্ব্বশী—
স্নুগভীরা রজনী রূপসী।
যে মানস-যৌবনের বেদনা বিপুল
নিখিলের সর্ব্ব শোভা সুষমার মূল,
সেই গাঢ় গূঢ়তর ছায়া
বেড়িয়াছে রজনীর নীল-পাণ্ডু কায়া!

তাই তার এত রূপ—লয়ে তারা শশী
হাসে হের রজনী রূপসী।
সে আলোকে আঁখি মেলি' দেখিনু স্বপন-
চেতনার পরপারে আছে যে ভুবন,
রাত্রি বুঝি রূপলক্ষ্মী তার,
মানস-নন্দিনী সে যে আদি বিধাতার!

জাগিছে বাসর একা তরুণী ষোড়শী
উদাসিনী রজনী রূপসী।
অঙ্গ হতে মুছিয়াছে চন্দন কুঙ্কুম,
নূপুরে বাজে না আর ঝিল্লি-ঝুম্-ঝুম্,
হের, সিঁথি-ছায়াপথ 'পরে
একখানি মণি নাই—সে যে ধূ ধূ করে!

বি ভা ব রী

প্রগল্‌ভ দিবার সে যে অধিক-বয়সী—
ধ্যান-রতা রজনী রূপসী।
কি রহস্য ধেয়াইছে দিগন্ত-শয়নে
জ্যোতির্ম্ময়ী তমস্বিনী বিনিদ্র নয়নে ?—
মুখে তার মোহিনী মহিমা,
আঁধারে খুঁজিছে যেন আলোকের সীমা।

নিশুতির নিস্তরঙ্গ শোভার সরসী
নেহারিছে রজনী রূপসী।
মনে হয় এই বার খুলিবে কাঁচলি—
স্ফটিকের দীপখানি তুলিছে উজলি'।
আঁখি হ'ল স্বপন-মদির,
খুলিতে রূপের বাঁধ হৃদয় অধীর।

হেরি পুন, পৃথিবীর শবাসনে বসি'
হাসে যেন ষোড়শী রূপসী।
মহাকাল-জায়া ও যে শবরী শর্ব্বরী—
পান করে আপনারি সংজ্ঞা অপহরি',
ত্রিলোকের মৃত্যু-সুধারস—
আলোকের হাহা-রবে হাসে দিক দশ।

আজি এই রজনীর জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশী
যাপি একা বাতায়নে বসি'।

কল্পনা যে হার মানে—হিমসিক্ত কেশে
ঢলে পড়ি রজনীর সে রূপ-আবেশে।
অবশেষে গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
একটি যে নাম জপি—সে যে 'বিভাবরী'।

রতি ও আরতি

আমি কবি, অন্তহীন রূপের পূজারী—
আমারো যে আছে প্রিয়া, হৃদয়ের চিরতৃষাহারী,
এ কথা বুঝাই কারে, বুঝাতে কি পারি ?

কে রূপসী আলুলিয়া কেশপাশ তরল তিমিরে,
না রাখি' চরণ-চিহ্ন পীত-পাণ্ডু সিকতায় সন্ধ্যাকালে ফিরে
সিন্ধুতীরে।-
মৃদু-মন্দ জলোচ্ছ্বাস অলক্ষিতে বেলা-বালুকায়
দুগ্ধফেন শুভ্রধারে পদে পদে এঁকে দেয় আলিপনা বুদ্বুদ-
মালায় ;
মাঝে মাঝে শুক্তিস্তরে ঝলসিয়া উঠে তার চরণ-নখর,
আনমিয়া তনু যবে আঙুলে পরশ করে শীকর-নিকর—
খসি' পড়ে কটি হতে সুবিচিত্র ঝিনুক-মেখলা,
অমনি দিগন্তে হোথা সলিল-শয়নতলে হেসে উঠে নব
শশীকলা।

—হেন রূপ যে করে সন্ধান,
সে কেমনে ভালবাসে ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, আঁখিকোণে
কাজলের টান।

সে কেমনে রুধি' বাতায়ন,
শিয়রে প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে থাকে সতৃষ্ণ-নয়ন ?—
রোমাবলী-সম কেশ শোভে যেথা গ্রীবা-তটে কবরীর মূলে,
পাশে তার এক-বিন্দু আলো যেন কনকের ফুলখানি দুলে ;
পদনখ হতে তার অলক-অবধি
একটি সে নারীদেহে তরঙ্গিয়া উঠে যেই লাবণ্যের নদী—
তাহারি মাঝারে
মনের মাণিকখানি হারাইয়া বসে থাকে তটের কিনারে।
এ রহস্য বুঝাতে কি পারি—
হৃদয় হরিল তার কি কুহকে সামান্যা সে প্রণয়িনী নারী ?

রজনীর অন্ধকারে যে-পিপাসা স্বপ্ন রচি' ঊর্দ্ধাকাশে জ্বলে বহ্নিহীন,
ভস্মাস্তৃত ছায়াপথে কভু বা বিলীন—
সে পিপাসা জাগে যদি মর্ত্ত্য-মরু-মৃগতৃষ্ণিকায়,
তখন সে বারিহীন সিন্ধু-সিকতায়
নৃত্য করে মায়াবিনী স্বপ্ন-নিশাচরী—
বায়ুর দর্পণে তার ছায়া কাঁপে, ঘন-নীল দীর্ঘ নীলাম্বরী
দেখা যায় বালু-প্রান্তে—নদী যেন সুনীল-সলিলা।
রূপসীর সেই নৃত্যলীলা
মৃত্যু হানে।—নিশীথের স্নিগ্ধ তারাহারে
যে আঁখি জুড়ায়, সে কি ধরণীর বালুকা-পাথারে
চেয়ে থাকে মধ্যাহ্নের মরীচি-মালায় ?—
কাজলের লাগি সে যে মৃৎ-পাত্রে প্রদীপ জ্বালায়।

রতি ও আরতি

বল দেখি, কমলের বঁধু অলি, না সে ওই আকাশের রবি ?—
রূপ যে স্বপন তার—কামনার ধন নয়, বাসনার ছবি।
রূপসীর করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালবাসে কবি।
রূপ নহে সেই রস, রতি নয়—সে শুধু আরতি,
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি!
সে তো নহে ভোগ-প্রয়োজন,
সে নয় প্রাণের ক্ষুধা—প্রেম নয়, নয় সে তো দেহ-পদ্মে
মধু-আস্বাদন।—
হুঁহু দোঁহা ভুঞ্জে শুধু, তুই-আমি এক-আমি হয়,
আত্মরস-রসাতলে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নিখিলের লয়!
আঁখির অমৃত-বর্ত্তি বলি যারে, চাহি' তার মুখে সেইক্ষণে
আঁখি যে মুদিয়া আসে, চেতনা হারায়ে যায় প্রাণের গহনে—
তাই তার রূপে কি বা কাজ ?
'কালা কিম্বা গোরা' ভুলি—তনু-মন সমর্পিতে নাহি পাই লাজ

তবু তার রূপ চাই ? কবিচিত্তে রূপের পিপাসা
মিটে না প্রীতির রসে—রূপ আগে, পরে ভালবাসা ?
—এ হেন সংশয়
জাগে মনে সবাকার, তবু সে কি সত্য মনে হয় ?
যে প্রতিভা শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে রূপ দেয় চঞ্চলে তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে,
তার প্রিয়া রূপহীনা—হেন অপবাদ কভু তারে কি সম্ভবে।

যেই আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথ-স্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুন আপনারে চেতনার জাগ্রৎ ভুবনে।
আমারি ঐশ্বর্য্য তাই হেরি আমি তার দেহমাঝে,
তাই সে সুন্দর হেন, সাজিয়াছে মোর দেওয়া ফুল্ল ফুলসাজে।
যে-আঁখি ধরিতে চায় অসীমের সৃষ্টি-সীমা একটি পলকে,
সে-আঁখি যে রুদ্ধ হয় তার সেই অতি ক্ষুদ্র ললাট-ফলকে।
একমাত্র তারে হেরি, আর যেন কেহ কোথা নাই।—
অধরে বাসন্তী উষা, সিন্দূরে বালার্ক-ভাতি,
নেত্রে তার নীলাকাশ দেখিবারে পাই।

দেবদাসী

ওগো দেব! তুমি চাহ না আমারে,
চাহ মোর বরতনু?
কুটিল নয়নে কাজলের ফাঁদ,
নিতি নব-নব কবরীর ছাঁদ,
গ্রীবা কটিমূলে, ভুজ-ভঙ্গীতে
অতনুর ফুলধনু?

বহিব কি শুধু বুকের উপরে
কঠিন কনক-গিরি?
সলিল-তরল মুকুতার হার
উছলি' উঠিবে শুধু অনিবার—
উপলের তলে বহিবে না কভু
নির্ঝর ঝিরিঝিরি?

তব দেউলের দ্বারে বন্দিনী
উৎসব-দাসী আমি।
আমি সে নটিনী, তুমি নটনাথ,
তোমার নয়নে অসি খর-ঘাত—
ছন্দে ও লয়ে তাল কাটে কিনা
নেহারিছ দিন-যামি!

চূড়া-কেশে বাঁধা কুসুম-কেশর
মলিন হ'ল যে ভালে !
বক্ষে শুকায় স্বেদ-চন্দন,
একি নিকরুণ নীবি-বন্ধন !
বলয়ে-নূপুরে কেঁদে উঠে দেহ
সঙ্গীত-সুর-তালে !

ছিঁড়ি' মমতার মৃণাল-তন্তু,
সরায়ে সরসী-জল—
দূর করি কাঁটা,—মধু পাসরিয়া,
পরাণের গূঢ় পরাগ হরিয়া,
চয়ন করিলে নয়নের লাগি'
ফুল-শোভা সুবিমল !

বাঁশী-সঙ্কেতে বরিলে যাহারে
বাসরের সঙ্গিনী,
আমি যে তাহার লীলা-শতদল,
ভরি করপুট, লভি পদতল,
খসে যাই চুপে—ফিরেও চাহে না
রাস-রস-রঙ্গিণী !

আমি দেবদাসী, দেবী নই আমি—
দাবি নাই সুধাপানে ;

দে ব দা সী

আমি নারী নই— নরের গেহিনী,
আমি সবাকার মানস-মোহিনী,
আমি দেবতার ভোগের প্রসাদ
ভক্তের পূজা-দানে !

নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির—
নৃত্য-পুত্তলিকা !
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ,
নেচে ওঠে মোর সকল অঙ্গ,
প্রাণ নাই, তবু গান গাই আমি—
সৃষ্টির প্রহেলিকা !

তবু মনে হয়, কে যেন আমারে
ডেকেছিল কত বার—
নদীর কিনারে তরুতল-ছায়ে
মাটির উপরে আসন বিছায়ে,
পিপাসার জল, দুটি স্বাদু ফল
সম্বল ছিল তার !

বাঁশের বাঁশীতে প্রভাতী রাগিণী
গেয়েছিল দূর হতে ;
শরতের দিন, বাদলের রাতি,
শিশুর অধরে স্বরগের ভাতি,—

কত কুলুকুলু কত মর্ম্মর
সে গীতলহরী-স্রোতে !

শুনি পুনরায়, মন্থর মৃদু
বাঁশীতে ভরিছে শ্বাস।
আকাশে ফুটিল একটি যে তারা
শেষ-বিদায়ের অশ্রুর পারা—
নীল-লোহিতের নিমীলিত চোখে
নিশীথের আশ্বাস !

নাট-দেউলের নটিনী যে আমি,
তোমারি দুয়ারে বাঁধা !
মমতার মোহ, প্রণয়ের পাপ
হানিবে আমারে সুকঠিন শাপ,
কটির মেখলা মূক হয়ে যাবে
নূপুরে বাজিবে বাধা !

যবে সে ক্ষণিক ধূপের ধোঁয়ায়
তোমারে আড়াল করে,—
পলকে লুটাই আপনার পায়,
নয়নের কূলে কুহেলি ঘনায়,
প্রাণের ভিতরে হাহা করে প্রাণ
ধরণীর ধূলি-তরে।

হেরি চমকিয়া—তোমারি সে ছায়া
বেড়িয়া রত্নবেদী
আরতির কালে করিছে নৃত্য,
মথিয়া পরাণ, মথিয়া চিত্ত—
একি ইঙ্গিত জাগে সঙ্গীতে
করুণ মর্ম্মভেদী !

ফুৎকারে যেন সহসা নিবায়
শতাধিক দীপমালা !
আলোকের পিছে হেরি সেই ছায়া—
বিরাট বিপুল অসীমের কায়া !
মনে হয়, যেন কেহ কোথা নাই
নীরব নাট্যশালা !

পূজা শেষ হয়, আরতি ফুরায়—
তখনি দাঁড়াই ফিরে ;
অলকের মণি ঝলকিয়া উঠে,
বুকের কলস ছলকিয়া উঠে,
গুরু উরু দোলে, নাচি তালে তালে
মুখরিত মঞ্জীরে !

এই ভালবাস ?—আমার জীবনে
এই কি তোমার কাজ ?

শ্মর-গরল

রব অচেতন রূপেরি শাসনে,
তুমি বসি' রবে আপন আসনে—
নেহারিবে শুধু চারু কারুকলা
শত বরণের সাজ ?

দিবে কি আমারে চির-যৌবন—
হরিবে কি মোর জরা ?
কণ্ঠে আমার ফুরাবে না সুর ?
পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর ?
রবে কি রূপের মোহ-মঞ্জরী
চিরদিন মধুভরা ?

চিরদিন তুমি চাহিবে এমনি
অপলক অচপল ?
ওগো সুন্দর সুঠাম পাষাণ !
তব দেউলের চূড়ার নিশান
কভু টলিবে না ? টুটিবে না মোর
নিয়তির শৃঙ্খল ?

নারীস্তোত্র

তোমার চরিত, নারী, কত জনে কত যে বাখানে—
অযুতাঙ্ক নাটকের এক নটী—তুমি নিপুণিকা!
কত নিন্দা, কত স্তুতি!—স্বপনের সীমান্ত-সন্ধানে
ছুটিয়াছে পিছে-পিছে ধরিবারে রূপ-মরীচিকা।
কত কবি, কত ঋষি হেরিয়াছে ও নয়নে লিখা
চির-শাস্তি মানবের—তনু তব নরকের দ্বার!
'শয়তানে'র মোহমন্ত্র, তুমি তার সহজ-সাধিকা—
আদি-মাতা 'ইভ' সেই শিখাইল সহচরে তার
রসাল ফলের স্বাদ, হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ-বহিষ্কার!

দুষ্টমতি বিধাতার সৃষ্টি তুমি—সুর-তিলোত্তমা?
অসুরের সর্ব্বনাশ—স্বর্গনাশ—তোমারি কারণে!
রিপুর দর্পণে তুমি নর-চক্ষে দেবী নিরুপমা,
পুরুষের পুরুষার্থ হরি লও—রহে না স্মরণে!
তুমি তন্বী জ্যোতির্লতা!' নৃত্য কর নীল-নবঘনে—
কভু বজ্র, কভু বারি, নাহি তব ছলনার শেষ!
অনিন্দ্য-সুন্দর ফুল, বৃন্ত বাঁধা বিষধর সনে!—
সে রূপ নেহারি' আঁখি নিদ্রাকুল, তবু নির্নিমেষ;
চরণে লুটায় নর, তবু তার বুকে সে কি বিষম বিদ্বেষ!

এ ধরার মরুমাঝে তুমি কি গো প্রস্তর-প্রতিমা—
পুরাতন মিশরের প্রশ্নময়ী মূরতি ভৈরবী ?
অধরে অদ্ভুত হাসি—মানবের প্রতিভার সীমা,
প্রজ্ঞা ও পৌরুষ-দম্ভ, অমৃতের আস্ফালন—সবি
উপহাসি' চিরদিন আছ মূক ধিক্কারের ছবি
যুগান্তের বালুকা-শ্মশানে। কত রাজ্য অবসান,
অস্ত গেল অন্ধকারে কত নব-অভ্যুদয়-রবি !—
তুমি চির-প্রহেলিকা, আজও তার নাই সমাধান,
দেব, দৈত্য, নর—কেহ পায় নাই কভু তব রহস্য-সন্ধান।

ভূগর্ভের অগ্নি তুমি, ধরা-দেহে নিগূঢ়-সঞ্চার—
তোমারি অলক্ষ্য তাপে ঋতুলক্ষ্মী পুষ্পফলবতী ;
তুমি উৎস জ্বালামুখী, অকস্মাৎ অনল-উদ্‌গার—
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস তোমারি সে প্রকট মূরতি।
গৃহকোণে দীপ তুমি—আঁধারের মধুর আরতি,
বনে তুমি দাবানল—দিগন্তের দাহন-উৎসব।
হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ব্রীড়া মূর্ত্তিমতী।
তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব—
অধর পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আরক্ত রাগ আসব-সম্ভব।

তাই প্রেম-বৃন্দাবনে তুমি কভু হৃদয়-রাধিকা—
ঘাট হতে চল পথে, নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি',
পরাণ তাহারি সাথে—তুমি সখী পরাণ-অধিকা,

নওল-কিশোরী প্রিয়া, পরকীয়া-বধূ বরনারী।
রুদ্রের ঘরণী কভু, সতী তুমি, দক্ষের ঝিয়ারী—
দশমহাবিদ্যা-রূপা—ধূমাবতী, ষোড়শী, কমলা।
তুমি শক্তি সংহারের, শিব নমে চরণে তোমারি—
অসুরনাশিনী চণ্ডী, কালী তুমি কপালকুণ্ডলা।
তুমি মায়া মাহেশ্বরী, ত্রিসন্ধ্যা-সাবিত্রী তুমি লোহিতকুন্তলা।

তুমি নারী, নর-বধূ, তুমি তার দেহ-সহচরী—
কল্পনার কাম-স্বর্গে তাই তুমি মোহিনী অপ্সরা ;
তুমি দেবী, সুধাসিন্ধু-মন্থ-শেষ কল্যাণ-ঈশ্বরী,
ত্রিলোকের অধিষ্ঠাত্রী রমা তুমি, বিষ্ণু-স্বয়ম্বরা।
অবিদ্যারূপিণী, ধনি, ধ'রে আছ মিথ্যার পসরা,
উড়িছে ঘাগরি তব দিকে দিকে বিবিধ-বরণ।
যৌবন-সঙ্কটে তুমি প্রাণেশ্বরী পীন-পয়োধরা—
জায়া-স্বসৃ-মাতারূপে কর যার মরণ বারণ,
মদন-সদনে তারে বাহুপাশে বাঁধি' আয়ু করিছ হরণ।

তাই দ্বন্দ্ব চিরন্তন, অন্তহীন কলহ সংশয়—
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড তাই বাম করে।
তুমি সত্য, তুমি মিথ্যা, তুমি ভয়, তুমিই অভয়—
(প্রলাপ বকিছে কবি, যোগী শুধু অট্টহাস্য করে।
শাস্ত্র আর সংহিতায় বাঁধা তুমি নিয়ম-নিগড়ে।—
সৃষ্টির প্রাণের স্ফূর্তি, বন্ধহারা আনন্দরূপিণী,

মৃত্তিকার সোমলতা, সুধাভাণ্ড মৃত্যুর অধরে—
সেই তুমি—আদিরস-উৎস-ধারা মুক্ত প্রবাহিনী।—
তোমারে বাঁধিবে কেবা ?—বিধি পরায়েছে যার চরণে কিঙ্কিণী।)

দুই নয়, এক সে যে।—নহে বিষ, নহে সে অমৃত।—
জীবন মরণ নাই, আছে শুধু সৃষ্টির উল্লাস।
নাই মন, নাই মোহ ; আছে শুধু ছন্দ অনিন্দিত
আনন্দের ; নাই ভয়, নাই কোন স্বর্গের আশ্বাস।
ধরিত্রীর এই ধর্ম্ম, তুমি তার মর্ম্মের উচ্ছ্বাস ;
প্রলয় হয়েছে লয়, তুমি চির-সৃষ্টির সুষমা ;
তুমি কামনার কায়া, বিভু-হৃদি-পদ্মের পলাশ ;
চিন্ময়ী মৃণ্ময়ী তুমি, শরীরিণী শোভা নিরুপমা—
রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়ম-হারা পীরিতি পরমা।

বেদনার বিষহরী। মৃত্যু—তব মঞ্জীর মেখলা—
নেচে ওঠে তালে তালে, গাও যবে জীবনের গান।
অসীম ব্যথার ভারে তবু তব হৃদয় উতলা
মমতার মহোৎসবে আত্মবলি করিবারে দান।
নয়নের বারি তব কামনারি অভিষেক-স্নান—
যত দুঃখ, যত শোক—তত সত্য এ ভব-ভবন।
সন্তান মরিছে বুকে, তখনি যে নব গর্ভাধান।
রক্ত-রাঙা বেদনার আলিম্পনে ভরিছ ভুবন—
বেদনা সে ?—কে বলিবে সুখ নয় অসহ্য সে প্রীতির দহন।

তোমারে চিনিতে নারি' পুরুষের অশান্ত ক্রন্দন—
ধরণীর ঘরণীরে স্বরগের দেবী-সমতুল
হেরিবারে চায় নর—চক্ষে ভাসে অলীক নন্দন,
আকাশ-কুসুম হয়ে ফুটে তাই মাটীর মুকুল।
তপনেরে তুচ্ছ করি' তারকার লাগি' সে আকুল।
ওই দেহ-রূপ-হ্রদে—টলমল রসের সায়রে—
জুড়াল না জ্বালা তার, ঘুচিল না জীবনের ভুল ?
সে চায় অমৃত-দীপ চিরনিশা-যাপনের তরে—
দেহহীন দেবাত্মা !—দেবী চায় স্বরগের শয়ন-শিয়রে !

মিলনে মলিন তাই, তাই তুমি বিরহে শ্রেয়সী—
দুর্ল্লভ প্রেমের ধ্যানে কত গীত গুমরি' ধ্বনিছে !
পায় নাই যারে কভু, সেই তার পরাণ-প্রেয়সী—
ইতালীর মহাকবি, তুমি তার প্রিয়া 'বিয়াত্রিচে'।
কত স্বর্গ-নরকের পথে পথে ধায় তার পিছে,
চরণ টলিছে মুহু, মূরছিয়া পড়ে বারবার।
উন্মাদ হেরিল শেষে—সান্ত্বনার বঞ্চনা সে মিছে—
ঊর্দ্ধ-স্বর্গে স্বর্ণজ্যোতি-কিরীটিনী মূরতি প্রিয়ার।
অমর সে মহাকাব্য, অমরীর স্তবগানে মোহিত সংসার।

আরও এক রাজকবি রচিয়াছে মর্ম্মর-অক্ষরে
বিরহের মঞ্জু শ্লোক মমতাজ-মহিষীরে স্মরি' ;
আজও তার দীর্ঘশ্বাস হাহা করে কবর-গহ্বরে—

কবে প্রিয়া বেঁচেছিল?—চিরদিন রহিয়াছে মরি'।
মিলনে মিটে নি তৃষা, তাই দীর্ঘ বিরহ-শর্ব্বরী
জপিয়াছে নাম তার। চিনেছিল কভু কি তাহারে—
একান্ত সে ধরণীর বৃন্ত'পরে আনন্দ-মঞ্জরী?
তবে কেন আঁখি ধায় পিছে-পিছে মৃত্যু-পরপারে—
জীবনের জয়মালা রাখে কেন মরণের শ্বেত শবাধারে?

হায় নর! কে বলেছে নারী তব মানসের মিতা?
উন্মাদ তাপস তুমি, সে তো নয় স্বেচ্ছা-তপস্বিনী!
তুমি শিল্পী, হেরিয়াছ নারী-মুখে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'—
দেহের সীমার শেষে তটহীন রূপ-মন্দাকিনী!
ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীরে জানি আমি—সে ব্রহ্মবাদিনী
ভুলেছিল নারীধর্ম্ম—মুখে তার পুরুষ-ভাষণ!
তুমিই করেছ তারে মূঢ়, মূক, নিয়ম-চারিণী—
অম্বপালী যাচে তাই যোড়করে বুদ্ধের শাসন!
যুগে যুগে কত নারী হেন মতে ত্যজিয়াছে নারীর আসন!

পতিতা সে? দেহ তার শুচি নয়?—পুরুষের মন
চায় রুক্ষ শমী-শাখা, গূঢ়তাপ যজ্ঞের সমিধ!
পর্য্যাপ্ত-স্তবক-নম্রা বসন্তের লতিকা শোভন
চায় বটে,—আপন মন্দিরে শুধু, ধূর্ত্ত স্থানবিদ্!
মুক্তবায়ু-বিহারিণী কেড়ে লয় নয়নের নিদ,
মুক্তির বিমল মুক্তা চায় না সে ডুবিয়া অতলে—
পাপ-ভীরু কৃপণের লক্ষ্য শুধু পুণ্যের কুশীদ!

রমণীর দেহ-মণিপদ্মে যেই আলোক উথলে—
জন্মান্ধের কিবা তায় ?—স্পর্শ করে মৃদ্‌ভাণ্ড শুধু করতলে।

তাই তনু তুচ্ছ করি' ফিরে তার অন্তর তপাসি'—
বরাঙ্গে যেথায় নিত্য বিরাজিছে দেবতা সুন্দর
প্রাণের প্রত্যক্ষরূপে, হেরিল না সেথায় উদাসী
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু-আঁকা সেই শোভার নির্ঝর।
মাটির প্রতিমা বটে, মাটি বিনা সবই যে নশ্বর—
দেহই অমৃত-ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান।
সেই দেহ তুচ্ছ করি' আত্মা-ভয়-বন্ধন-জর্জ্জর
ভ্রমিছে প্রলয়-পথে অভিশপ্ত প্রেতের সমান—
আত্মার নির্ব্বাণ-তীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান।

হের, ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা—
অপাঙ্গ লালসা-লোল, স্মিত হাসি স্ফুরিছে অধরে ;
অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।
কাংস্যঘটে গঙ্গাজল—সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
তপ্ততনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর,
নাই লজ্জা, নাই খেদ ; মুক্তগতি মৃদুলীলাভরে
যায় চলি—শুভ্রপক্ষ মরালী সে ;—ত্যজি' পঙ্ক-নীর।
অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মূরতি ও যে ভ্রষ্টা কামিনীর।

সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী—কালস্রোতে কমল-আসনা—
মুহূর্ত্তে ধরিল রূপ মোর মুগ্ধ নয়নের আগে ;

হেরিনু সে বিশ্বধাত্রী, সবে করে তারি উপাসনা,
জন্ম-মৃত্যু বাঁধা আছে পায়ে তার অন্ধ অনুরাগে।
সে যে চির-উদাসিনী, তবু তার হৃদয়-পরাগে
কামনার মধু-গন্ধ, দেহ-দীপে করিছে আরতি
সুন্দরের—মূর্ত্তি যার আত্মহারা কাম-সুখে জাগে।
প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ওযে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

সেই এক-মূর্ত্তি নারী!—গৃহলক্ষ্মী, জায়া ও জননী—
সেই ভোগসুখতরে সেই নিত্য আত্মবলিদান।
দেহের মৃত্তিকা দলি' রাসমঞ্চ গড়িছে তেমনি,
শিশুরে পিয়ায় সুধা, রতি-বিষে পুরুষ অজ্ঞান।
হৃদয়ের ক্ষুধা তার মানে না যে ন্যায়ের বিধান;
যত দুঃখ তত সুখ, নাই পুণ্য-পাপের ভাবনা;
সর্ব্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ।
নিঃশেষে বিলায়ে দেহ হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে তার সর্ব্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা।

নমি সেই মানবীরে—দেবী নহে, নহে সে অপ্সরা;
চিনেছি তোমারে, নারী, অয়ি মুগ্ধা মর্ত্ত্য-মায়াবিনী।
বহিতেছ হাসিমুখে পুরুষের পাপের পসরা—
তোমারে নরকে সঁপি' হতভাগ্য স্বর্গ লবে জিনি'।
মানস মোহিনী অয়ি, মানবের দেহ-প্রসবিনী,

কবে স্বর্গ ঘুচে যাবে ?—ঘুচে যাবে আত্মার প্রমাদ ?
তোমারি মাঝারে হেরি' নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিনী
লভিবে নির্বৃতি নর, ফুরাইবে নিত্য-বিসম্বাদ—
মৃত্যু-মুক্তি হবে কবে ?—ঘুচে যাবে চিরতরে অমৃতের সাধ ?

রুদ্র-বোধন

বজ্র কোথায় লুকাইয়া আছে নির্মেঘ নীল গগন-তলে ?
ধূর্জ্জটি ! যোগমগন তোমার নয়নে কোথায় অনল জ্বলে ?
এ যে চারি দিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব !
এর মাঝে কোথা ফেলিবে চরণ, হে ভৈরব ?
শ্মশান-বাহিনী নদী চলে ওই কল্লোল-হীন অশ্রুজলে—
বজ্র তবুও লুকাইয়া আছে পাথর-নিথর গগন-তলে !

চিতার ভস্ম ভালবাস, তাই ধূর্জ্জটি ! তুমি শ্মশান-চর,
চারি দিকে শব, তারি মাঝে শিব ! আসন তোমার স্বতন্তর
ধুতুরার বিষে ঘূর্ণিত আঁখি, কণ্ঠ নীল !
জটায় গঙ্গা বীচি-বিভঙ্গে নৃত্যশীল !
পিনাক তোমার ধূলায় লুটায়—কোথা গজাজিন, দিগম্বর ?
কবে ধ্যান ভাঙি' দাঁড়ায়ে উঠিবে 'হর হর'-বোলে হে শঙ্কর !

সংহার-সুখে কবে, মহাকাল ! আধেক মুদিবে অক্ষিতারা,
সারাদেহময় আলোড়ি' ছুটিবে অধরে রুদ্ধ হাস্য-ধারা !
তাণ্ডব-তালে ফেলিয়া চরণ—তুলিয়া ধরি',
বামে ও ডাহিনে আকাশ ছানিয়া দু বাহু ভরি'—

রু দ্র - বো ধ ন

নিমেষে নিমেষে শত রবি-শশী উড়ায়ে অসীমে কক্ষহারা,
কবে মহাকাল! ঊর্দ্ধ-পলকে আধেক মুদিবে অক্ষিতারা?

কোটি বরষের জরা-জর্জ্জর ধরাবধূ হবে স্বয়ম্বরা—
হরি' লবে বুঝি মালাখানি তার ছয়ঋতু-ফুলে বয়ন-করা!
ঘুচে যাবে তার যৌবন-ছলা উন্মাদনী,
পলিত অলকে ছু আঁখি ঢাকিবে পলকে ধনী,
অঙ্গ শিথিল—লোল পয়োধর না বাঁধি' বসনে বসুন্ধরা—
সুন্দরী নয়, সতীবেশে হবে দিগম্বরের স্বয়ম্বরা!

আর সে রূপসী পরিবে না রাতে তারা-ঝল্‌মল্ যামিনী-চেলী,
দিনে দহিবে না পুরুষের মন, আলোক-সিনানে বক্ষ মেলি'।
ঘুচে যাবে রূপ, ঘুচে যাবে তার অঙ্গরাগ,
ঘুচে যাবে কায়া— কামনার এই ব্যর্থ যাগ,
ঘুরিবে না আর মর-মরুপথে প্রাণের দেবতা পাথর ঠেলি'—
কবে দেখা দিবে কঠিন কুলটা ভ্রূকুটি-ভাষণ দশন মেলি'?

জাগো মহাকাল! রুদ্র-দেবতা! বর্ণ-বিহীন বিভূতিময়!
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ! কর সৃষ্টি লয়!
ফেটে যাক নীল নভোবুদ্বুদ—রঙের হাট!
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক্—রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দ্দয়!
নিত্য-মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য-জীবন শূন্যময়।

সৃষ্টির ভরা ভারি হয়ে এল, ভেঙে যায় বুঝি রূপের চাপে।
তবু রূপ চাই স্নায়ু চিরে চিরে, আয়ু যে ফুরায় তাহারি দাপে।
রূপ নয় আর প্রিয়েরি লাগিয়া প্রেমের ছলা,
সে যে নিজ তরে কামনা-নটীর নৃত্যকলা।
সে তো নহে আর হৃদয়েরি দান—তারে পেতে হয় অশেষ পাপে।
মিথ্যার ভারে ভারি হ'ল ধরা, চূর্ণ কর গো চরণ-চাপে।

এই মিথ্যারে মন্থন করি' কালকূট পুন করিবে পান—
কবে অমৃতের শুভ্র ফেনায় নীল-অম্বুধি করিবে ম্লান ?
এ যে চারিদিকে কঙ্কাল আর শায়িত শব,
কোথা অনুচর ?—কারে নিয়ে হবে মহোৎসব ?
কারে জাগাইবে ? কোন্ মৃতজনে জীয়াইয়া তুলি' করিবে দান
মহা-মারণের মন্ত্র ভীষণ, কারে কালকূট করাবে পান ?

মন্বন্তরে মারী-মুখে বুঝি দূর হবে যত আবর্জ্জনা ?
শুষ্ক শবের মূর্দ্ধজে ধূপ-দীপ করি' হবে পূজার্চ্চনা ?
নর-পশুদের হিহি-হাহাকার মন্ত্ররব,
নারী-শিশুদের ছিন্নকণ্ঠে গীতোৎসব,
উদ্বন্ধনে করিবে নৃত্য শূন্য-মঞ্চে রসিক জনা,—
ঘূর্ণাঝড়ের চামর দুলায়ে হবে কি তোমার পূজার্চ্চনা ?

* * *

ভেবে নাহি পাই, কবে কোন ঠাঁই উষর ধরার উরস-মুখে—
শৈল-চুচুক বিদারি' ছুটিবে আগুনের স্রোত সকল বুকে।

তারি মাঝে দিক্‌-পিশাচেরা করে ডমরু-নাদ,
রবি মুছে যায়, কালো হয়ে যায় আকাশে চাঁদ।—
কবে সেই দিন উদিবে হেথায়—মমতাবিহীন মরণ-সুখে
নর-কঙ্কাল উঠিবে হাসিয়া লোহপান করি' লৌহ-বুকে।

বসন্ত-বিদায়

আমার সকল কামনা ফোটে নি এখনো—ফোটে নি গানের শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিঁথিটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

আমি গোলাপের বুকে রেখেছিনু ঢেকে কস্তুরী-কর্পূর,
আফিম-ফুলের কৌটায় ছিল ললাটের সিন্দুর,—
নয়ন-নিমেষে গেল তারা ঝরি',
লয়ে ফাগুনের চূত-মঞ্জরী
অলকে পরিনু—অলি-গুঞ্জনে অলীক ভাবনাতুর।

শেষে লাল হয়ে ওঠে বন-বনান্ত পলাশে ও কিংশুকে,
দিকে দিকে পিক কুহু কুহরিল মহুয়ার মধু মুখে ;
তরুশাখে-শাখে লতা-হিন্দোল,
পাতায় পাতায় ফুল-হিল্লোল,
সন্ধ্যা-আকাশে সাজিল কাহারা রক্ত চীনাংশুকে।

বসন্ত-বিদায়

ওগো, এখনি হবে কি রঙের বাসর, ফুলের দীপালি শেষ ?
নিশার নেশা যে এখনো লাগে নি—নয়নে ঘুমের লেশ।
কাজল-আঁকা এ আঁখির কোণায়
এখনি অরুণ-আভাটি ঘনায়—
রিনি-রিনি করে সকল শিরায় রজনীর রসাবেশ !

আমার কবরী এখনো হয় নি শিথিল—শিথানে পড়ে নি খুলে,
মুকুরে যে হাসি দেখেছি অধরে, সে হাসি যাই নি ভুলে।
ধূপের ধোঁয়ায় দিছি মিলাইয়া
দেহের দহনে সুরভি এ হিয়া—
প্রাণের গহনে জ্বলে নি যে দীপ বেদনার বেদীমূলে !

ওগো, মধু-যামিনীর জ্যোৎস্না-কামিনী এখনো যে কানে-কানে
সুধাইছে মোরে সুধার কাহিনী—সে কথা সেও না জানে
সুখের স্বপনে সুমধুর ব্যথা
কেন জেগে রয়—সেই রূপকথা
শুনিবারে চায়, কেবলি তাকায় আমারি মুখের পানে !

আমি মরণেরে, তার নীল-তনু ঘেরি' জীবনের পীত-বাস
পরায়ে, সাধাব হৃদয়-রাধারে—কত না করেছি আশ !
হাসিয়া উঠিবে গোরোচনা-গোরী—
আবীরের ধূলি মুঠা মুঠা ভরি',
শ্যাম-মুখ তার রাঙায়ে রচিবে মরণের মধুমাস !

ওগো, সে কামনা মোর জ্ব'লে নিবে গেল শিমুলের শাখে শাখে,
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিথিটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

চাঁদের বাসর

তারকার মুখে শুনিনু বারতা সন্ধ্যারাতে—
আজি রজনীতে চাঁদের বিবাহ চিত্রা-সাথে।
তাই উতরিল রূপসীরা বুঝি তরণী ভরি'—
অস্তাচলের ঘাটে ওঠে যত আলোর পরী?
রঙের সানাই বাজিছে তখন ইমন-রাগে,
পরতে পরতে গোলাপী সোনালী সুর সে জাগে।
এত চুপিচুপি এয়োরা সাজায় বরণ-ডালা—
সিঁদুরের ঝাঁপি খুলে তুলে রাখে গোধূলি-বালা।
এক কোণে হোথা বাথানে কেহ বা কনে'র সিঁথি,
পরখিছে কেহ ঝাঁপ্‌টার মণি-মুকুতা-বীথি।
কেহ বা শাঁখটি অধরে তুলিতে আঁচল সরে—
জরির কল্কা পাঁয়জোরে পড়ি' কি শোভা ধরে।
চুল হতে ফুল ছিনাইছে কেহ হেলায়ে গ্রীবা—
হীরাখানি তার ঝকমকি' পুন উঠিছে কিবা।
দিবস-বিগমে দিগঙ্গনারা কি সুখে মাতে—
তারকার মুখে শুনিনু সে কথা সন্ধ্যারাতে।

বিবাহ দেখি নি, দেখিনু বাসরে বসেছে বর—
গাঁটছড়া-বাঁধা বধূর মু'খানি কি সুন্দর।

তারার চোখেও তারাটি যে কাঁপে, কাঁপিছে বুক—
চাহি' চাঁদ-মুখে জল ভরে চোখে, ধরে না সুখ!
আজ কারো নয়, আর কেহ নয়—চিত্রা চাঁদে
বহু রজনীর বিরহ বহিয়া বক্ষে বাঁধে!
শতেক রূপসী আছে পাশে বসি'—হেরিছে তারা
হাজার তারার একটি তারারে পলকহারা!
চাঁদ রোজই হাসে, এত হাসি তবু দেখেছে কেহ—
আর কারো লাগি' উথলে এ হেন জ্যোৎস্না-স্নেহ?
ইহারি হরষে বরষে বরষে ভুবন-বনে
ফুল-যৌবন একবার জাগে শুভক্ষণে।
ঊষা-অপ্সরী ইহারি স্বপন স্মরণ করি'
কুহেলি-ধূসর যবনিকাখানি রাখে যে ধরি'—
আধো-ঘুমঘোর ভাঙে না কিছুতে, যত সে ডাকে
চূত-মধু-পানে মাতাল কোকিল সকল শাখে!

আজ মনে পড়ে, এমনি আরেক বিবাহ-রাতি
কবে কেটে গেছে—নবযৌবন-জ্যোৎস্নাভাতি!
আমিও জেগেছি এমনি বাসর বাঁশরী-তানে,
বামে বসি' বধূ এমনি হেনেছে চাহনি-বাণে!
এমনি সে আলো, ফুলে ফুলময় শয়নখানি—
চোখে-চোখে চাহি' অধরে এমনি ছিল না বাণী।
কত সে রূপসী রতনে-ভূষণে নয়ন ধাঁধি'
আদর-সুধায় পাত্র ভরিয়া পিয়ালো সাধি'!

চাঁদের বাসর

ভাবি' সেই কথা ভরিছে নয়ন অশ্রু-ভারে,
আরেক রজনী উঠে রণরণি' প্রাণের তারে।
কত উন্মনা মদিরেক্ষণা ওড়না তুলি'
চমকি' মিলায়, আকাশে উড়ায়ে জ্যোৎস্না-ধূলি
হেরি সেই মুখ—এখনো পড়ে নি অধরে যার
প্রথম চুমাটি, কেঁপে ওঠে তাই বেসর তার!
তাই ভুলে যাই যে কথা শুনিনু সন্ধ্যারাতে—
ভুলে যাই, আজ চাঁদের বিবাহ চিত্রা-সাথে!

নিশি-ভোর

তুমি এলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
মুকুলে মুকুলে ফুলের স্বপন
হয় নি ভোর।
কৃষ্ণা-তিথির কালো-টুপি-পরা
আধেক চাঁদ
ঝাউবীথি-শিরে দাঁড়ায়ে হেরিছে
ছায়ার ছাঁদ।
দুয়ারে আমার দাঁড়ায়ে অতিথি—
দেখি নি ভালো,
মাটির উপরে ছায়াখানি তার
আলোয়-কালো।
দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি
নীলিম ক্ষুধা,
মৃদুবিহসিত অধর-আধারে
রঙীন সুধা।
রজনীগন্ধা-ফুলের শাখাটি
শিথিল করে

নিশি-ভোর

ছিল বুঝি ?—তার সুবাস লভিনু
তন্দ্রাভরে !
নখে মাটি খুঁটি' বাজালে নূপুর—
অধীর-থির,
আমি শুনেছিনু ঝিঁঝির ঝুমুরে
সে মঞ্জীর !
ছায়ারি নেশায় জেগেছিনু সেই
জ্যোৎস্না-রাতি—
ওগো ছায়াময়ী, সে ছায়া তোমারি
রূপের ভাতি !

তুমি গেলে, যবে ঊষার আবীরে
ভোরের তারা
চক্ষু আবরি' শিশিরে শিশিরে
কাঁদিয়া সারা ।
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফোটা-ফুলে ফুলে মধু পান করে
মধুপ চোর ।
নদী-পরপারে, আকাশে রাঙায়
রবির আঁখি—

স্ম র - গ র ল

নিমেষে মিলায় অজানার মোহ
যা ছিল বাকি।
যতদূর দেখি—কোথা সেই ছায়া
সজল-কালো ?
তার পাশে সেই ধুতুরা-ধবল
অস্ফুট আলো ?
কোথা সেই রূপ ?—চোখ দিয়ে যারে
যায় না ধরা,
যে রূপ রাতের স্বপন-সভায়
স্বয়ম্বরা।
কোথা সেই তুমি ? দেখেছিনু যারে
দেখারও আগে।
সে ছায়া মিলাল—কায়াখানি দেখি
সমুখে জাগে।
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফুটিল মুকুল—ফুলের স্বপন
হ'ল যে ভোর।

দিনশেষে

লাল হয়ে ওই নীল নভ-তল সোনালী হয় যে শেষে—
যেন নেবু-রঙ ওড়্না খসিছে রজনীর কালো কেশে!
সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়,
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
এখনো যেটুকু রয়েছে সময়
লই মোরা ভালবেসে,
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালো কেশে।

দিন যে ফুরাল, রবে না এ আলো, আসিছে নিশুতি-রাতি-
সে আঁধারে সখি, কেহ যে হবে না কাহারো বাসর-সাথী!
নিশীথ-আকাশে আসিবে যে তারা,
চির-তিমিরের প্রহরী তাহারা,
চোখে-চোখে শুধু করিবে ইসারা
সে কি কৌতুকে মাতি'—
এত প্রেম, প্রাণ—সব নির্ব্বাণ! শেষে এল সেই রাতি!

এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কত রঙ, কত রূপ!—
হায় সখি, হায়! ও রাঙা অধর করে যেন বিদ্রূপ!
শত যুগ ধরি' রূপসী বসুধা

৭

মিটাইতে নারে অসীম যে ক্ষুধা—
এক যৌবনে ফুরাবে সে সুধা ?
—তারি পরে যম-যূপ।
হায় সখি, হায়! তবু এ ধরায় এত রঙ, এত রূপ!

রূপ যে অশেষ! যুগ-যুগান্ত এমনি অটুট রবে,
হেথাকার ফুল এমনি ফুটিবে মৃদু মধুসৌরভে!
আমাদের মত কত বিহঙ্গ,
কত বিচিত্র ক্ষণ-পতঙ্গ
লভি' তার সেই রূপের সঙ্গ
বসন্ত-উৎসবে,
লইবে বিদায়, ধরণীর ফুল এমনি ফুটিয়া রবে!

তবু সেইটুকু মধু-পার্ব্বণ হেলা করি' কেটে যায়!
মধু-হ্রদ হতে একটি কণিকা শুষিতে সে ভয় পায়!
উষালোকে হেরে সন্ধ্যার ছায়া,
দিবস-দুপুরে কত প্রেত-কায়া!—
হায় সখি, এ কি নিদারুণ মায়া,
একি বাধা পায়-পায়!
চির-নিশীথের একটি সে দিবা ভয়ে ভয়ে কেটে যায়!

অসীম ক্ষুধার একটু সে সুধা যে করে পুলকে পান,
সে যে জীবনের বনে বনে পায় সুমধুর সন্ধান!—
মাটি ফেটে ফোটে নামহারা ফুল,

দি ন শে ষে

লতার বিতানে দোলে এলোচুল,
পাতায় পাতায় লিপি সে অতুল—
বায়ু-মর্ম্মর গান।
সারা জীবনেও হেন মধুবনে ফুরায় কি সন্ধান ?

দিনশেষে তাই নয়নে আমার উথলে অশ্রুজল,
কবরী খুলিয়া ওই কেশপাশে মুছাও কপোলতল।
বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
'গুঞ্জর' কানে পরমা সে বাণী—
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা এক ফোঁটা আঁখি-জল

এই যে তুলিনু মুখখানি হাতে—চাও দেখি মুখে মোর,
আর একবার—শেষবার—চোখে লাগুক নেশার ঘোর।
ভুলে যাও ব্যথা—বৃথা কলঙ্ক !—
সলিলের তলে আছে যে পঙ্ক ;
তুমি খুলে ধর মধু-করঙ্ক
আপন গন্ধে ভোর,
কালো হয়ে আসে নীল বনরেখা, রাখ এ মিনতি মোর।

জ্যোৎস্না-গোধূলি

আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে—
জীবনের শেষ আলো মিলাইতে না মিলালো,
অন্ধকারে চেনা পথ হবে না ভুলিতে!
এই আলো, এই ছায়া রচিবে আরেক মায়া,
এই ছবি আঁকা হবে আরেক তুলিতে!—
আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে।

রবি ডোবে লাল মেঘে ফুলঝুরি খেলি'—
রঙীন দীপালী-শেষে দিন যায় ম্লান হেসে,
তখনো রয়েছি চেয়ে দুই আঁখি মেলি';
মনে হয় এইবার নামে বুঝি আঁধিয়ার—
হেনকালে ফুটে উঠে আলোর চামেলি!

কখন যে আঁধারের হ'নু খেয়া-পার—
এক তীর পরিহরি' অন্য তীরে অবতরি'
হেরিলাম শুভ্র হাসি রাত্রি-বিধাতার;
জীবন বিদায় নিল, মৃত্যু হেসে সুধাইল
'ভাল আছ?'—সে কথা যে নাহি মনে আর!

জ্যো ৎ স্না - গো ধূ লি

চাহিয়ে ধরার পানে হেরিব আবার—
আলো আছে, রঙ নাই— এক শোভা সব ঠাঁই।
ফুলের সুবাস আছে, রূপ একাকার।
হেরিব আকাশতলে চন্দ্রকান্ত-মণি জ্বলে,
তৃণে তৃণে ঝরে তাই ঘুমের নীহার।

বড় ভয় বাসি আমি আঁধারে ঢুলিতে ;
ঘুমাইতে যদি হয় আলো যেন তবু রয়—
স্বপনেও চোখ যেন ঢাকে না ঠুলিতে।
দিবা হতে নিশালোকে যাব আমি খোলা-চোখে—
আমার মরণ হবে জ্যোৎস্না-গোধূলিতে।

নির্ব্বাণ

এখন যে এসেছে নিদাঘ—
ঝরিয়া পড়িছে ফুলদল,
ধূলি-পাংশু ফাগুনের ফাগ
উড়িছে বাতাসে অবিরল!

শুষ্ক হ'ল আনাভি-রসনা—
মরীচিকা মরুৎ-মুকুরে!
জীবনের বিফল বাসনা
প্রেত হয়ে ঘোরে দূরে-দূরে!

জ্বর-তাপে হৃদয়ের জতু
গলে' গলে' হ'ল অবশেষ,
সারাদেহে বেদনা-বেপথু,
আঁখি-তারা ম্লান অনিমেষ।

নিশীথের স্বপ্ন-বিভীষিকা,
দিবসের সুদীর্ঘ দাহন,
ভয়ঙ্কর বজ্রানল-শিখা
বৈশাখের ঝটিকা-বাহন,

নির্ব্বাণ

প্রাণগ্রন্থি করিয়াছে শিথিল—
নিবিড় আঁধারে অচেতন
করিবে না ?—এ বিশ্ব-নিখিল
হবে না কি নিদ্রা-নিকেতন ?

ঘুমাইব আমি অকাতরে—
নভ-তল রবিরশ্মিহীন ।
জলধারা এ দেহ-পাথরে
অঝোরে ঝরিবে নিশিদিন ।

* * *

জাগায়ো না হে বঁধু আমারে,
বাজায়ো না ও দুটি নূপুর ।
এসো না প্রাবৃট-অভিসারে,
ডাকিয়ো না বাঁশীতে, নিঠুর ।

উল্লাসে নাচিবে যবে শিখী,
কদম ফুটিবে বনে-বনে—
এ বুকে দিও না পুন লিখি'
পীরিতির রীতিটি গোপনে ।

জানি এবে, হে বর-নাগর,
তোমার সে নাগর-দোলায়—
হাসি চেয়ে আঁখিতে সাগর
কূলে কূলে নিতি উথলায় ।

স্মর-গরল

শরতের সোনার জুয়ার
আসিবে ?—আসুক পুন ফিরে ;
শীত-রাতে রুধিয়া দুয়ার
জেগে-থাকা কুটীর-তিমিরে—

তারও লাগি' ডরে না হৃদয়,
ডরি সে ফাগুন-ফুলদোল—
সেই আঁখি—চাহনি নিদয়,
শোণিতে ক্ষণিক কলরোল !

সাজাতে চাহি না তার চিতা
জীবনের নিদাঘ-শ্মশানে !
মধু-শেষ মুখের সে তিতা
সারাপ্রাণে অরুচি যে আনে !

প্রীতি নাই, আছে শুধু স্মৃতি,
ব্যথা আছে, নাহি সে কামনা—
বাদলের ধারাজলে তিতি'
নিবে যাক প্রাণ-বহ্নিকণা !

নতুন আলো

একলা জাগি, শীতের রাতে রুদ্ধ বাতায়ন ;
ঘুম আসে না—ঘুমায় ধরা, ঘুমায় ত্রিভুবন।
বাতাস ধরে নিশাস চাপি',
শূন্য-প্রাণে প্রহর যাপি—
শ্রান্তদেহ, ক্লান্ত আয়ু, শুষ্ক দু নয়ন,
—রুদ্ধ বাতায়ন।

পূর্ণিমারি প্লাবন—তবু জ্যোৎস্না-শ্রাবণ রাতি!
আকাশ-শেজে জ্বলছে হোথায় বিপুল বাসর-বাতি!
আমার যে আর নেই পিপাসা,
নেই যে আশা, নেই নিরাশা—
চাই নে আলো, চাই নে আঁধার, চাই নে সুখের সাথী-
ভয়ে কাটাই রাতি।

মহাভয়ের ভাবনা যে আজ রুদ্ধ করে শ্বাস—
এমনি করে জাগা-ই কিগো অমর-সভায় বাস?
দেহের সকল বাঁধন খোলা,
ফুরিয়ে যাবে প্রাণের দোলা,
রইবে শুধু চোখের আলো—শীতের জ্যোৎস্নাকাশ!
—হারাই যেন শ্বাস!

হঠাৎ বনে উঠল ডেকে ঘুম-হারা কোন্ পাখী—
চম্‌কে উঠি, রাত ফুরালো? ঢুলবে এবার আঁখি?
চেয়ে দেখি দুয়ার-ফাঁকে,
চাঁদ উঁকি দেয় মেঘের বাঁকে—
আব্‌ছা-আলোয় ভুল ক'রে তাই ডাকছে থাকি' থাকি'
ঘুমহারা কোন্ পাখী।

রাত তখনও অনেক বাকি—চাঁদ যে মাথার উপর,
আকাশ-মরুর সবটা জুড়ে জ্যোৎস্না তখন দুপর!
এ যেন এক রঙীন আঁধার—
আর এক ফাঁকি চোখের ধাঁধার!
হাঁপিয়ে উঠি—মুখের উপর ঢাক্‌না যেন রূপোর!
—জ্যোৎস্না তখন দুপর।

অন্ধকারেও রইতে নারি—তেলের প্রদীপ জ্বেলে,
বদ্ধ ঘরে জাগছি একা, বালিশ 'পরে হেলে।
ভাবি আবার—এমনি যদি
পার হয়ে সে মরণ-নদী,
অনন্তকাল একলা জাগি, এমনি দু চোখ মেলে—
স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলে!

এ কি আলোর অট্টহাসি অন্ধকারের তীরে!
এ কি অসীম সোনার দেয়াল লোহার প্রাসাদ ঘিরে!
দাও ছেড়ে দাও!—ঘুমাই খানিক,
ছিল যা মোর বুকের মাণিক—

ন তু ন আ লো

দিলাম ছুঁড়ে পায়ে তোমার, চাই না সে আর ফিরে
—এপারের এই তীরে।

দিনের আলোয় দেখেছিলাম জ্যোৎস্না-ভরা নিশা—
স্বপন-সুখের রসাতলে হারিয়েছিলাম দিশা।
অন্ধকারের অন্তরালে
বাদল-মেঘে দিন ফুরালে—
এঁকেছিলাম ইন্দ্রধনু মিটিয়ে মনের তৃষা,
হারিয়েছিলাম দিশা।

তাই কি আমার রাতের 'পরে দিনের অভিশাপ?
এমনি করে বইতে হবে মিথ্যা-মায়ার পাপ?
সারারাতের পৌর্ণমাসী
গগন ভ'রে হাসছে হাসি—
আমার যে গো নয়ন-পাতে মধ্যদিনের তাপ।
—হায় কি অভিশাপ।

* * *

এতক্ষণে রাত পোহাল?—পাখীরা ওই ডাকে,
ভোরের হাওয়া বইছে ওকি জান্‌লাগুলার ফাঁকে?
এবার বুঝি ঘুমিয়ে পড়ি।—
পূব-আকাশে রঙের ছড়ি
টানছে বোধ হয়, আসছে ঊষা—আল্‌পনা তাই আঁকে,
—পাখীরা ওই ডাকে।

জানলা-ছুয়ার দাও খুলে দাও! জ্যোৎস্না গেছে উবে'
জগজ্জ্যোতি আলোর-আলো ফুটছে যে ওই পূবে!
জীবনহরণ, মৃত্যুহরণ,
আঁধারভেদী, ছুধের বরণ—
কৌস্তুভেরি কিরণ-গাঙে তারারা যায় ডুবে!
—জ্যোৎস্না গেছে উবে'।

চরাচরের শেষ সীমানায়, আলো-ছায়ার পারে,
নীল যেখানে উদাস-ধূসর ধুতরো-ফুলের হারে!—
সেইখানে ওই বেদের মেয়ে
নিত্যি আসে হঠাৎ ধেয়ে—
চোখ-ঢাকা চুল সরিয়ে পিঠে, চমক লাগায় কারে!
—নীলাম্বুধির পারে।

আদি-কালের কবির চোখে যে রূপ চমৎকার
বাণী হয়ে উঠ্‌ল বেজে কণ্ঠে বারম্বার—
আজও যে তাই উঠছে ফুটে
শীর্ণ আমার পরাণ-পুটে,
গহন-গভীর চেতন-তলে উদাত্ত ওঙ্কার
—চির-চমৎকার!

শুনছি না তো—দেখছি যেন মন্ত্র ছু চোখ ভ'রে!
নয়ন যে মোর শ্রবণ হ'ল জ্যোতিঃ-সিনান ক'রে!
বচনে যা দেয় না ধরা,
লোচনে হয় স্বয়ম্বরা—

ন তু ন - আ লো

সেই ভারতীর অভয়-আশিস পড়ছে হোথায় ঝ'রে,
—পেলাম দু চোখ ভ'রে।

ঘুচবে এবার ছায়ার মায়া—মুছবে চোখের কালি?
ছড়িয়ে যাব ধরার ধূলায় স্বপন-ফুলের ডালি?
এই জীবনের রাত্রিশেষে
জাগ্‌ব কি ওই উষার দেশে?—
ওই যেখানে নীলের ডাঙায় মুক্তা-রঙের বালি।
—শ্বেত-করবীর ডালি।

এ পারে আর রইব জেগে—নাই সে আশা নাই।
প্রহর ধ'রে রাত জেগেছি, ঘুমাই এখন, ভাই।
জেনেছি, কোন্ সাগর-কূলে
আলোক-লতা উঠছে দুলে—
পেয়েছি সেই জ্যোতির আভাস—আর কিছু না চাই,
—ঘুমাই এখন, ভাই।

শেষ-শিক্ষা

ভালবাসা লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়—
তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছু ?—ভাবিয়া না পাই,
জীবনের পথশেষে মনে আজ হতেছে উদয়—

ভাল যে বাসে নি কারে তার চেয়ে দুঃখী আর নাই!
কৈশোরের আদি হতে যত কথা মনে পড়ে আজ—
দেখি, এ ধরণী ছিল মোর তরে আকুল সদাই

ভরিবারে চুপি চুপি এই মোর দুই মুঠি-মাঝ
তাহারি অশেষ স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, অমূল্য-রতন!
আমারে ভুলাতে সে যে ধরিয়াছে বহুবিধ সাজ!

বিফল হয়েছে তার এত যত্ন, এত আয়োজন—
আদর সোহাগ হাসি মমতার সেবা সুনিপুণ,
সারাটি যামিনী জাগি' নিদ্রাহারা আঁখির বেদন—

সকলি হয়েছে বৃথা! দিই নাই, তবু বহুগুণ
না চাহিতে পেয়েছিনু; কত জন চাহি' মুখপানে
আছিল আশায় বসি'—পাণ্ডু ওষ্ঠে মিনতি করুণ!

শে ষ শি ক্ষা

অপাঙ্গে চাহি নি কভু সেই মূক আকুল আহ্বানে
পলাতক হিয়া মোর খুঁজিয়াছে একান্ত নির্জ্জন
আপন কল্পনা-কুঞ্জ, বুনিয়াছে বসি' সেইখানে

বাণীর বসনখানি—বিলাসের মায়া-আস্তরণ!
হেসেছি কেঁদেছি শুধু স্বপনের সখা-সখী সাথে,
সত্য যাহা—প্রাণের দুয়ারে তার প্রবেশ বারণ!

* * *

যৌবন-রজনী-শেষ আজি এই করুণ প্রভাতে
বসন্ত এসেছে পুন, হেরিতেছি মাধবী-মঞ্জরী
ভরিয়াছে বনস্থলী, হেমকান্তি কিরণ-সম্পাতে

বিবাহের চেলীখানি পরিয়াছে বসুধা-সুন্দরী ;
অজস্র আরক্ত-পীত গাঁদাফুল এখনো বিদায়
লয় নি অঙ্গন হতে—রূপে তার চক্ষু আসে ভরি'।

তবু সে মলিন শীর্ণ, তারি মত চেয়ে আছি হায়,
আজি এ বসন্ত-দিনে—রিক্ত-মধু, যাপি অলিহীন
সারাটি প্রহর একা, বিদায়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

আর কি আসিবে ফিরে—আর এক বসন্তের দিন
সেই যারা অর্ঘ্য-থালি সুনিটোল ললাটে পরশি'
সন্তর্পণে নিবেদিয়া, দুরু-দুরু হৃদয় নবীন,

চেয়েছিল মুখপানে ?—কলামাত্র-অবশেষ শশী
যেমন মলিন হেসে দিক্-প্রান্তে যায় অবতরি',
তেমনি লুকাল তারা—চিত্রার্পিত আমি ছিনু বসি'।

ধর্ম্ম যাহা ধরণীর আমি তায় আছিনু পাসরি';
আমারো যে নিমন্ত্রণ হয়েছিল পূর্ণিমা-উৎসবে,
যৌবনের নিধুবনে নাম ধরি' ডেকেছে বাঁশরী।

চমকি' চকিতে উঠি' দ্বার খুলি' সেই বাঁশী-রবে,
চন্দ্রালোক-পুলকিত নভ-তলে মেলিয়া নয়ন
খুঁজি নাই কভু কারে—কেন, হায়, কে আমারে ক'বে?

আত্মার নিশীথ-রাতে প্রেম বুঝি স্বপ্ন-সঞ্চরণ—
বাঁশীখানি বেজে ওঠে অচৈতন্য প্রাণের অতলে?
প্রেম কি 'নিশির ডাক'—গাঢ় ঘুমে গূঢ় জাগরণ?

বিস্ফারিত অন্ধ আঁখি, তবু পথ চিনিয়া সে চলে,
বাহিরের ডাক শুনি' স্বপনে সে হয়েছে বাহির—
পথের পথিক-বালা নিজ মালা দেয় তার গলে।

কারো লগ্ন ভ্রষ্ট হয়—স্বপ্নভঙ্গে ব্যথায় অধীর;
কারো স্বপ্ন ভাঙে না যে, সেই নর চির-ভাগ্যবান,
স্বপ্নশেষে আসে তার মহানিদ্রা মরণ-তিমির।

তাই বুঝি সত্য হবে। শুনি নাই প্রেমের আহ্বান,
প্রাণেরে পাড়ায়ে ঘুম স্বপনেরে দিয়েছিনু ফাঁকি,
বাজে নাই দেহ-বীণে আত্মহারা কামনার গান।

আজ নিদ্রা অবসান—স্বপ্ন শুধু রহিয়াছে বাকি,
গাহিতেছি মনে মনে অপরাধ-ভঞ্জনের শ্লোক ;
বাসি নি যাহারে ভাল তার হাতে কবিতার রাখী

বাঁধিনু সুদূর হতে ; থাকে যদি কোথা পরলোক,
পরজন্ম,—সেইখানে একবার বাঁধি' বাহুপাশে
মুছাতে পারিব কারো অশ্রুভার-অবনত চোখ ?

*　　　*　　　*

পায় নাই ভালবাসা কেহ কভু এ মর্ত্ত্য-আবাসে—
মিথ্যা কথা ! ধরণী যে প্রেম, প্রীতি, স্নেহের নিলয় ।
বাসে নাই ভাল কারে যে অভাগা—তারি দীর্ঘশ্বাসে

দিনান্তে ডুবিছে রবি, ঘেরি' আসে আঁধার নিদয়
আসন্ন রজনীমুখে ; প্রাণ যার ছিল উদাসীন
জীবনে বঞ্চিত সেই—তার চেয়ে দুঃখী কেহ নয় ।

প্রেম ও জীবন

('চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত'—গোবিন্দদাস)

আজ রাতে ঘুম নাই, ফাগুনের দোল-পূর্ণিমা যে।
রজনী পরেছে শাড়ী নীলাম্বরী জ্যোৎস্না-বারাণসী,
দু চারি তারার কুঁড়ি জড়াইয়া ওড়নার ভাঁজে
শাড়ীর সে কালো পাড় লুটায়েছে বনান্ত পরশি'।
নয়নে লেগেছে আজ অবনীর বৃন্দাবনী মায়া ;
যে জীবন-যৌবনের ক্ষয় নাই, খেদ নাহি যা'য়—
হাসি-অশ্রু দুই-ই এক—একই শোভা—গোলাপে শিশির
—আজিকার আলো আর ছায়া
মিলায় মধুর করি' তারি রস প্রাণের সীমায়,
জীবন-বসন্ত শেষ, শেষ নাই পূর্ণিমা-নিশির।

ভেসে আসে হা-হা হাসি, রহি' রহি' গীতবাদ্য-রোল—
জনপদ-যুবজন মাতিয়াছে মদন-উৎসবে ;
সে শব্দতরঙ্গ যেন দূর হতে হানিছে হিল্লোল
হেথাকার স্তব্ধ তটে, রাত্রি ওঠে রোমাঞ্চিয়া নভে।
জীবনের জয়গাথা গাহে মুগ্ধ মৃত্যুভয়হীন
অধীর যৌবনমদে ; রাধা-শ্যামে আজি হোরী-খেলা—

বনে বনে শীর্ণ শাখা শ্যাম-রূপে উঠিছে শিহরি',
মরণের বদন মলিন।—
জরা কেহ মানিবে না, আজি সমবয়সীর মেলা—
পল্লীপথে হুলাহুলি, উথলিছে প্রমোদলহরী।

রজনী গভীর হ'ল ; এ নির্জ্জন নিরালা কুটীরে
একা জাগি, সমুখে সে যত দূর দৃষ্টি মোর ধায়—
জ্যোৎস্নাম্বরা তৃণভূমি, মাঝে মাঝে শ্বসিছে সমীরে
তন্দ্রাহত ছায়া-তরু, দূরে দূরে প্রহরীর প্রায়।
চাহিনু আকাশ পানে, মনে হ'ল এ কোন্ স্বপন
রচিছে নিশুতি-রাতি ?—হোলিখেলা পলকে হারাই
রাধার ফাগের থারি কোথা গেল, কে লইল হরি' ?
শূন্য করি' সারা বৃন্দাবন
শ্যামরূপ-হ্রদে বুঝি ডুবিয়াছে উন্মাদিনী রাই—
নীল জলে জ্বলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী।

ঢুলে আসে আঁখি-পাতা, যামিনীর মায়া-যবনিকা
খুলে গেল ক্ষণতরে, ঘনতর অন্ধকারে ঘেরি'
ভুলাইল দেশকাল ; নিমীলিত নেত্র-কনীনিকা
স্ফুরিল অরূপ-রসে, নেপথ্যের নট-লীলা হেরি' !
ভুলে গেনু নীলাকাশে হেমকান্ত কৌস্তভ-আভাস—
শ্যাম-দেহে লীনাঙ্গিনী রাধিকার বরণ-মাধুরী ;
মনে হ'ল, উর্দ্ধে ওই অকম্পিত চন্দ্রাতপ-তলে
—স্তব্ধ যেথা নিশার নিশাস,

যেন কারা মেলিয়াছে অভিজ্ঞান-তারকা-অঙ্গুরী
অতীতের, মৃত্যুর ময়ূরকণ্ঠী উত্তরীয় গলে !

সহসা পশিল কানে শতাব্দীর সঙ্গীত-মর্ম্মর—
আলোকের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিল কি শত পিকরব !
শুনিনু গাহিছে গাথা—পুরাতন ব্যথার নির্ঝর—
চিরযুগজীবী কবি, বাঙলার বাউল বৈষ্ণব ।
সেই সুর !—যার রসে যুগ যুগ গোঙাইল কাঁদি'
জীবন-পূর্ণিমা-নিশি, হেরি' রূপ মনোহারিকার !
'নয়ন না তিরপিত', ঘুচিল না সুচির বিরহ—
বক্ষে চাপি' বাহুপাশে বাঁধি'
সেই সুর !—ভাষা যার বাণী-কণ্ঠে গজমোতি-হার—
'প্রেম সে চপল, থির এ জীবন দুরন্ত অসহ' !

সেই রূপ, সেই প্রেম, সেই নীল-লাবণ্য-লালসে
মূর্চ্ছি' আছে চরাচর—ভাল নহে শুধু ভালবাসা !
সে সুধা-সাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে—
ধরণীর এই ঘাটে বুঝি তার নাই যাওয়া-আসা !
এমন পূর্ণিমা-রাতে মৃত্যু বুঝি বার্ত্তা বহি' আনে
জীবনের বাতায়নে—'ফুটিয়াছে স্বপন-দুর্ল্লভ
সুন্দরের পারিজাত কোন্ বনে, কোন্ নদীপার !'
—শুনি' পুন সঙ্গিনীর পানে
চায় যবে, জ্বালা করে বল্লভের নয়ন-পল্লব,
পীরিতির খর-তাপে ফোটে রূপ মৃগতৃষ্ণিকার ।

প্রেম ও জীবন

হে চিরযৌবন কবি! লভিয়াছ অমর-জীবন
কবিতার কল্পলোকে, নাই সেথা জরা, মৃত্যুভয়।
প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরে আজও তাই পূর্ণিমা-যাপন
কর সবে,—কীর্ত্তনের সুরে শুনি সুন্দরের জয়!
যে রূপের পিপাসায় প্রেম হ'ল জীবন-অধিক,
এক দিন এই পথে তার নেশা ঘুচে নাই, কবি?
রাত্রিশেষে এই শশী ডুবে নাই দিক্-চক্রবালে?
সশরীর হে স্বর্গ-পথিক,
পশ্চাতে চাহ নি কভু?—আর কারো ম্লান মুখচ্ছবি
তব দেহচ্ছায়াতুর, হের নাই অপরাহ্নকালে?

সেই কথা জাগে মনে, তবু হায় পারি না ভুলিতে—
প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল!
যৌবন-বসন্তশেষে ফাগুনের সে ফুল তুলিতে
হেরি সবি রঙ-ছুট, প্রেমেরও যে মিনতি বিফল!
তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধবী-বল্লরী
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে!
শেষে রচি ঝরাফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ!
—বৃন্দাবন চির পরিহরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ-পরশে,
কালিন্দীর কূল ছাড়ি' রাধিকার চলে না চরণ!

আজি এই রজনীর রূপমধু-পিয়াসে বিহ্বল—
মরণেরে মনে হয় রমণীয়, মদির-মধুর!

শুনি যেন সমীরণে মৃদু শ্বাস স্বনিছে কেবল—
হায়, প্রেম ক্ষণপ্রভা, এ জীবন আঁধার-বিধুর !
জীবনের চেয়ে ভাল সে প্রেমের ক্ষণিক পুলক,
অচেতন হয়ে ডুবি সুপ্তিহীন স্বপ্ন-রসাতলে ।
হেনকালে ওই শুন—মর্ম্মভেদী একি পরিহাস !—
বৃক্ষশাখে ডাকিছে তক্ষক !
জীবনের মত প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্র-বলে,
ভাসে শুধু এক সুর—সুখহীন, একান্ত উদাস ।

বুদ্ধ

জরা-মৃত্যু—বিভীষিকা, জীব-জন্ম তাহার নিদান—
সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' মানবে নির্ভয়
করেছিলে হে তাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী!
বিষের ঔষধ বিষ পিয়াইলে, ভিষক-প্রধান!
ধরার পীড়িত জনে,—কামনার অঙ্কুশ দুর্জ্জয়
ভাঙিলে কৌশলে বীর, কামনার অঙ্কুর বিনাশি'।

হেরি মূর্ত্তি মঠে মঠে দেশে দেশে শিলা-ধাতুময়—
অধরে মূর্চ্ছিত হাসি, অবনত আঁখির পল্লবে
মুদিত ঊর্দ্ধগ দৃষ্টি; ঋজু দেহ, স্কন্ধ, গ্রীবামূল—
অনিন্দ্য আসন-ভঙ্গী! চিত্ততলে সে কি অসংশয়
জয়োল্লাস—জগতের মহাবৈরী-নিধন-উৎসবে!
নির্ব্বাণ মমতাবহ্নি,—সে কি তৃপ্তি নাহি তার তুল!

বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ—একি দৃশ্য অলোকসম্ভব!
প্রকৃতির নৃত্য নাই, মুখ তার গুণ্ঠনে আবরি'
সরিয়া দাঁড়ায় নটী, কুলবধূ লজ্জায় মলিন!
মহাকাল আছে স্তব্ধ!—পুরুষের পৌরুষ-গৌরব
মানবের ইতিহাস যুগ-যুগ রহিয়াছে ভরি'—
সর্ব্ব ভয়, সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব সুখে সে যে উদাসীন!

সেই বার্ত্তা ওই মুখে আজও হেরি, বিস্ময়-বিহ্বল—
একটি মানুষ কবে একবার হয়েছে নাস্তিক।
নিবারি' নরক-ভয়, তুচ্ছ করি' স্বর্গ-সুখ-লোভ,
ধ্যানে বসি' দৃঢ়াসনে জরা-মৃত্যু করেছে নিষ্ফল।
তার মুক্তি—সুখ নয় ; জীব-জন্মে দুঃখ মর্ম্মান্তিক,
তাহারি নিবৃত্তি শুধু—দূর করি' বাসনা-বিক্ষোভ।

সে দুঃখ-দমন মন্ত্র এক দিন শ্রমণ গৌতম
বিতরিল সারনাথে, তার পর আর্ত্ত নর-নারী—
সকল আশার শেষ, মমতার সুচির নির্ব্বাণ,
তৃষ্ণা, রতি, অরতির উচ্ছেদের পন্থা অনুত্তম
লভিতে আসিল ধেয়ে।—ত্রৈলোক্যের মুক্তির ভিখারী
আপামর সর্ব্বজনে শান্তিবারি করিল প্রদান।

শ্রাবস্তির জেতবনে শ্রেষ্ঠী-শিষ্য কোটি কার্ষাপণ
স্বর্ণমুদ্রা রাখি' ভূমে রচি দিল সৌধ-সঙ্ঘারাম ;
মগধের রাজগৃহে মহারাজ সেন-বিম্বিসার
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া নিজে নিবেদিল বুদ্ধে 'বেণুবন' ;
বেসালির বেশ্যা মহাভিক্ষুপদে করিয়া প্রণাম
কৃতার্থ হইল সঁপি 'আম্রবণ'—বিপুল বিহার।

অশীতি-সহস্র মঠ নিরমিল নৃপতি অশোক
'বুদ্ধের শরণ' লাগি' ; ভিক্ষুদের কাষায়-চীবর
পৃথ্বীরে করিল পাণ্ডু। প্রিয়দর্শী, দেবতার প্রিয়,

অরণ্যে গুহায় শৈলে স্তম্ভগাত্রে ধর্ম্মসূত্র-শ্লোক
প্রকৃতি-শাসন তরে লিখাইল, মহা মহীশ্বর—
রাজ-পুণ্যে শ্রমণ গৌতম হ'ল বিশ্ব-বরণীয়।

তার পর ?—প্রাণ ছিল উপবাসী বর্ষ-পঞ্চশত,
(জীবনের পথ শেষ হয় না কি উপসম্পদায় ?)
দশ শত বর্ষ সেই বুভুক্ষার করিল পারণ—
মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত।
মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণের স্তম্ভ-পীঠিকায়
উন্মদ মিথুন-মূর্ত্তি—যতী পূজে রতির চরণ।

আত্মার অন্তিম দীপ্তি প্রকাশিল দেহ-রসাতলে,
আয়ুক্ষয়-সাধনায় ধরা প'ল মহা আয়ুর্ব্বেদ।
কামযজ্ঞে দেহ সঁপি' হ'ল তায় হবিঃশেষ-পান—
মিথ্যারে মন্থন করি' তার সেই তীব্র হলাহলে
কণ্ঠ নীল। ললাটের নেত্রে তবু হ'ল না নিষেধ
যোগীর অদ্বৈত-দৃষ্টি—তার পর ভারত শ্মশান।

বৈশাখী-পূর্ণিমারাত্রে এক দিন নিরঞ্জনা-তীরে
প্রহরে প্রহরে শুনি' তব কণ্ঠে গম্ভীর 'উদান'—
সেই যে পড়িল খসি' 'মার'-হস্তে বাসনার বাঁশী,
সে আর তেমন সুরে সাধিল না ধরা-বধূটিরে ;
আর সে কামনালক্ষ্মী উদিল না পূর্ণ করি' প্রাণ,
তন্ত্রে-মন্ত্রে শিহরিয়া হাসিল সে উদাসীন হাসি !

দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিরে হেরি' তব রূপ মনোহর
মুগ্ধা কিসা-গোতমীর কণ্ঠে সে কি প্রাণের উচ্ছ্বাস !—
'হেন পুত্র যার ঘরে, কি বা তার সুখ নাহি জানি,
কত সুখী তার প্রিয়া !' শুনি' সেই বাণী সকাতর,
চকিতে উদিল মনে—'সেই সুখী যে জন উদাস !'
দীক্ষা-গুরু বলি' তারে পাঠাইলে মুক্তামালাখানি ।

নারী তায় পরি' গলে, সারারাত আধেক স্বপনে
জাগিল বাসর একা—রাজপুত্র বাসিয়াছে ভালো !
তুমি কিন্তু সেই দিন সত্য-সুখ বাসনা-নির্ব্বাণ
লভিতে ত্যজিলে গৃহ ; পশি' নিজ শয়ন-ভবনে
পত্নীপুত্র-মুখ হতে নিবাইয়া শিয়রের আলো,
না বলি' বিদায়-বাণী, চিরতরে করিলে প্রস্থান ।

প্রেমের লাঞ্ছনা সেই, মমতার সেই অপমান
জয়ী হ'ল । পণ শুনি দেবতারা কাঁপিল তরাসে—
'শীর্ণ হোক স্নায়ু-শিরা, রক্ত শুষ্ক, অস্থি ক্ষয় হোক,
এ আসন ত্যজিব না, না লভিয়া পূর্ণ পরা-জ্ঞান !'
কর্ম্ম-বন্ধ, ভব-ভয় ভেদ করি' প্রাণান্ত প্রয়াসে
দাঁড়াইলে বোধিমূলে, দূরে ফেলি' কামনা-নির্ম্মোক ।

সেই মূর্ত্তি আজও হেরি, শুনি সেই মানুষের কথা—
ভাঙিতে চাহিল যেই দেবতারো দেবত্ব-শৃঙ্খল ।
তার বেশি আর কিছু তোমা মাঝে হেরি না যে আজ ।

বুদ্ধ

'মার' কি মেনেছে বশ ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা ?
তোমার সে আত্ম-জয়ে ফুরায়েছ মৃত্যুর সম্বল ?
ফোটে না কি রাধা-পদ্ম কৃষ্ণ-অশ্রুসায়রের মাঝ ?

অচল সে ধর্ম্ম-চক্র মৃগদাব ঋষিপতনের,
যুগান্ত-সঞ্চিত ধূলি ঢাকিয়াছে শত চৈত্য-স্তূপ ;
শুধু তুমি, ভূতসাক্ষী ভগবান শাক্য তথাগত !
মানস-মন্দিরে কভু দেখা দাও জগত-জনের।
তোমারি মহিমা স্মরি, স্মরি তব অমিতাভ-রূপ—
তোমারি উদ্দেশে মাথা শ্রদ্ধাভরে করি অবনত।

তবু সে নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম বহুদিন হয়েছে নির্ব্বাণ,
আছে শুধু ক্ষীণ-মর্ম্ম মৈত্রী আর অহিংসার নীতি !
যে রাজ্য বিস্তার করি' মন-মাঝে শাসিলে একেলা
বিশাল মানবগোষ্ঠী ;—করাইলে আত্ম-বলিদান
শূন্য-সুখ তরে শুধু, ঘুচাইয়া প্রাণের পীরিতি—
সে কি নহে দুর্ব্বলেরে লয়ে সেই সবলের খেলা !

বোধিদ্রুমতলে বসি' যেই স্বপ্ন দেখিলে, সন্ন্যাসী,
তোমারি সে,—সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তুমি দ্রষ্টা তার ;
বিশ্বজনে সেই স্বপ্ন দেখাবারে করিলে প্রয়াস—
রুদ্ধ করি' আঁখিজল, ম্লান করি' অধরের হাসি !
প্রাণ-হত্যা করিবারে কেবা তোমা দিল অধিকার ?—
তার চেয়ে ক্রূর সে কি—তৈমুরের লক্ষ জীব-নাশ ?

মানবের সর্ব্ব কীর্ত্তি কালগর্ভে নিমেষে মিলায়—
ধর্ম্মরাজচক্রবর্ত্তী! তব রাজ্য তেমনি বিলীন!
হিংসা-প্রেম-খরস্রোতা প্রকৃতির প্রাণ-কল্লোলিনী
বহে শুধু নিত্যকাল, জন্মমৃত্যু-লহরী-লীলায়!
তুষারে ফুটিছে ফুল! মিথ্যা-সুখে হাস্য অমলিন!—
দুঃখ সত্য,—অমৃত সমান তবু তাহার কাহিনী!

আজ আর নাহি ভয়; দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জানি জন্ম আর হেথা নাই—
স্বর্গলোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা!
কৈশোর যৌবন জরা—জীবনের যত কিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই অমূল্য যে তাই!
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা।

ওই যে ফুটেছে ফুল বৃতিপাশে, বিচিত্র-বরণ,
হরিৎ ব্রততী-শিরে—উর্দ্ধে নীল আয়ত আকাশ—
প্রভাতের হিমবিন্দু, মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি-পানে
হৃদয়ে ভরিছে মধু!—তার সেই জীবন মরণ
ফুরাইবে ক্ষণপরে, কেন বৃথা করি হা-হুতাশ
আদি-অন্ত-ভাবনায়?—কেন ফিরি অদৃষ্ট-সন্ধানে?

আছে কাঁটা? হায়, সে যে বৃন্তমূল করেছে কঠিন—
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্লভ।
কীট?—সে তো চিন্তা-শূল—মর্ম্মকোষে পরাগের ব্যাধি-

বুদ্ধ

শীর্ণ দল, তিক্তমধু, পুষ্পপুট রাগরক্তহীন।
চারি পাশে বিকশিত স্নেহশ্যাম চিকণ পল্লব—
এত শোভা!—তবু সে শিহরি' উঠে মৃত্যুভয়ে কাঁদি'

দেহ মিথ্যা, প্রাণ মিথ্যা, একমাত্র দুঃখ সত্য হবে?
বাসনায় আছে বিষ?—আছে সাথে বিষঘ্ন ওষধি।
অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা।—
কামেরই সে ভিন্ন রূপ—নাম তার জানে বটে সবে;
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই।—জন্মান্ত অবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা।

সেই প্রেম।—জন্ম-জন্ম তারি লাগি' ফিরিছে সবাই।
এই দেহ-পাত্র ভরি' যেই দিন উঠিবে উছলি'—
ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর।
বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি' রবে না সদাই;
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি'—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার।

কবি-বরণ

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে)

আমারও পড়েছে ডাক আজিকার উৎসব-সভায়,
কবিতার অর্ঘ্যে, কবি, করিবারে তোমার বন্দনা—
জানি না কি দুঃসাহসে গাঁথি' মালা অতসী-জবায়
দুলাইব ওই কণ্ঠে—পারিজাতও পায় যে গঞ্জনা!
তোমারে বরণ করি' লয়েছিনু, সে যে বহুদিন—
কৈশোর-সীমায় সেই দুরাশার কুয়াসা-রঙীন
তারকিত চন্দ্রাতপতলে! তখন ছিল না ভাষা,
শুধু তব বাণী-রূপ—অনবদ্য অনির্ব্বচনীয়—
নেত্র ভরি' লয়েছিনু; দূর হতে তব উত্তরীয়
হেরিয়াছি কতবার—করি নাই পরশের আশা।

আজিও তেমনি আমি সুনিভৃত এ মন-ভবনে
একান্তে আসন পাতি' ভেবেছিনু আনন্দ-চন্দন
পরাইয়া দিব ভালে; রাখীটি বাঁধিয়া সঙ্গোপনে
দিব যবে, এই ভাবি' উপজিবে সঘন স্পন্দন—
ভারতীর পাণিস্পর্শ-পূত তব ওই করমূল!
চরণ বন্দনা করি' বিরচিব মনোমত ভুল
দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে, মানিব না কোন ভয় লাজ!

কবি-বরণ

আমারে ঘেরিয়া কত অপরূপ গীতি-বিহঙ্গম
কূজিবে যৌবন-বনে, জরামৃত্যু করি' অতিক্রম
উতরিব সেই দেশে, তুমি যেথা চির-ঋতুরাজ।

সেই কবি তুমি মোর, সেই গান আজো অবিরাম
শুনি আমি এ জীবন-যমুনার প্রতনু সলিলে ;
ভুলি নাই ধরিত্রীরে সেই মোর প্রথম প্রণাম,
যৌবনের মায়াবতী জাগে আজো ম্লান আঁখিনীলে।
সে গানে এখনো শুনি, ডাকে যেন মোর নাম ধরি'-
হারায়েছি যারে সেই বনপথ-যাত্রা-সহচরী
সখী মোর। মন্ত্র-স্তব্ধ দ্বিপ্রহর জ্যোৎস্না-রজনীতে
আজো করে আমন্ত্রণ—খেলিবারে সে দিনের মত
ছায়া-ধরাধরি খেলা ; অন্ধকারে আজো তন্দ্রাহত
সে গানে চমকি' জাগি' হেরি দীপ জ্বলিছে নিশীথে

যে সুরে সাধিল গীত একদা সে অজয়ের কূলে
আঙিনায় একা বসি', হেরি' মেঘে-মেদুর অম্বর,
যে রস অমৃত-বিষে মূরছিয়া মরমের মূলে
দ্বিজ-কবি করেছিল এ জাতিরে গানে জাতিস্মর—
সেই রসে, সেই সুরে, এতকাল পরে তুমি, কবি,
যুক্তবেণী মুক্ত করি' বহাইলে হৃদয়-জাহ্নবী
বাঙলার ; এই জল, এই মাটি, এই ছায়ালোক
গুঞ্জরিল সুন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী।

এ জীবনে এত শোভা!—নহে শুধু শ্মশান-বাহিনী—
এ নদীর উভ-কূলে বারাণসী, ভূলোকে দ্যুলোক!

মোদের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখেছি তাহারে—
গ্রামান্তের বনরেখা-অন্তরালে, সায়াহ্ন-ধূসর
সীমন্ত-গুণ্ঠনবাসে ঢাকি' আঁখি, তিতি' অশ্রুধারে
খুঁজিয়া যে লয় নিতি বিস্মৃতির তিমির-বাসর।
তুমি তারে ফিরাইলে অস্ত হতে উদয়ের পানে—
সে মুখে পড়িল আলো, তব গীত-অভিষেক-স্নানে
মোহভঙ্গে দাঁড়াইল দেশলক্ষ্মী রাজ-রাজেশ্বরী!
স্যমন্তক-মণি শিরে, অঙ্গে বাস হরিত-হিরণ,
বাণীর মঞ্জীর-বাঁধা দুইখানি রাতুল চরণ,
ধরি' আছে বক্ষে তবু করপদ্মে নীবার-মঞ্জরী!

সেই রূপ-ধ্যানশেষে করি আমি তোমারে বরণ
হে বরেণ্য বঙ্গকবি, জাতি-দেশ-ভাষার দিশারী!
আজ তুমি বিশ্বকবি—সেই গর্ব্ব জানি অকারণ,
যা' দিয়েছ বিশ্বে তুমি, আমি তার নহি যে ভিখারী।
নিখিলের নীলাকাশে আছে শুধু মহা মরুপথ,
নাই সেথা স্নেহ-শ্যাম ছায়া-তরু, নীড়ের জগৎ।
রচিয়াছ যেই নীড় সুনিবিড় হর্ষে শিহরিয়া,
ভুঞ্জিয়াছি শুধু মোরা যে নবান্ন অমৃত-সমান,
যে আনন্দ-অধিকারে বিদেশীর বৃথা অভিমান—
তারি গর্ব্বে সমর্পিনু এই অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া।

বিদায়-বাসনা

এত দিনে সখি, মনে হয়,
আর নয় হেথা—বৃথা ব'সে থাকা আর নয়,
এবার বিদায় নিতে হয়।

কি হবে জাগিয়া শশিহীন নিশা ?
আয়ুহারা বায়ু হারাইছে দিশা,
আঁধার আকাশ তারাময় !—
এবার বিদায় নিতে হয়।

প্রতিপদ-শশী দশমীতে হ'ল সুধাকর—
আলোক-পুলকে কলঙ্ক-মসী-মনোহর !
যৌবন-বনে মায়াময় ছায়া
প্রতি দেহে রচি' কুসুমের কায়া
মোহিল মানস-মধুকর—
এই জীবনের যত-কিছু হ'ল মনোহর !

যে-ফুল ফুটিল পঙ্ক-সলিল শেহালায় ;
তারি মধু মোরা ভরিয়াছিলাম পেয়ালায় ;
যে গানের সুরে নাহি কোন ছল,
তাহাই সাধিনু, আঁখি ছল-ছল,

স্ম র - গ র ল

আমাদের বীণ-বেহালায়,
পঙ্কজ-মধু ভরিয়াছিলাম পেয়ালায়!

যাপিনু দু জনে জ্যোৎস্না-যামিনী দুরাশায়,
চাঁদেরে বেড়িল রামধনু-রঙ কুয়াশায়!
চাহি' তার পানে মদির-নয়ন
করিনু কত না স্বপন-চয়ন
সুখ-পূর্ণিমা-পিয়াসায়,
জ্যোৎস্না-যামিনী যাপিনু দু জনে দুরাশায়!

শেষে, হেসে ওঠে সেই পূর্ণিমা-কোজাগর,
আলোর প্লাবনে ভেসে গেল ইহ-চরাচর!
ভরি' ওঠে মধু ফুলে ফুলে ফুলে,
ভরি' ওঠে প্রাণ কূলে কূলে কূলে,
ক্ষুধাহর হ'ল সুধাকর!
এল যৌবন-পূর্ণিমা-নিশি কোজাগর।

একটি সে তিথি, তার পর সখি, সব শেষ,
একে একে খুলে ফেলিতে হইবে রাজ-বেশ।
কি হবে আঁখিতে আঁকিয়া কাজল,
ওড়নায় ঢাকি' জরির আঁচল,
ভাল ক'রে বাঁধি এলোকেশ?—
একটি সে তিথি, তার পর সখি, সব শেষ!

বি দা য় - বা স না

যত নিশি যায় তত যে বাড়িছে আঁধিয়ার,
পাণ্ডুর মুখে সে শোভা চাঁদের নাহি আর!
গভীর নিশীথে সে যে প্রেত-সম
আকাশের কোণে হাসে ক্ষীণতম—
কিবা সুখে বুক বাঁধি আর?
যত নিশি যায় তত যে বাড়িছে আঁধিয়ার!

সারা হ'ল সখি, এবারের মত সব গান—
পূর্ণিমা-নিশি অবসান!
কি হবে জাগিয়া শশিহীন নিশা?
মিটাবে কি প্রাণে আলোকের তৃষা
আঁধার-আকাশ তারাময়!
এবার বিদায় নিতে হয়।

শেষ আরতি

মুকুতার সিঁথি খুলে রাখ, আজ বাঁধিও না কুন্তল,
কাজ নাই সখি, আঁখির কিনারে কুহকের কজ্জল!
সম্বরি' বেশ, বক্ষের বাস,
ঘুচাও মনের মহা মোহ-পাশ—
আজ রাখ সখি, মুকুলে মুদিয়া কমলের শতদল,
ত্যজ মঞ্জীর, মেখলা নীবির—মৃগমদ, কজ্জল।

নত-নয়নের পক্ষ্ম-তিমিরে স্তিমিত আঁখির তারা
আজি এ নিশুতি-রাতিরে করুক প্রভাতী-প্রহরহারা!
শিয়রের দীপ একা অগোচরে
যে-হাসি নেহারে ওই মুখ 'পরে—
আজি এ বাসরে আপনা বিসরি' বিলাও সে হাসিধারা,
তাহারি রভসে যামিনী আমার হবে যে প্রহরহারা!

মনে পড়ে, সেই কৈশোর-শেষ চৈত্র-চাঁদিনী-রাতে
দিবসের খেয়া পার হয়ে এলে এ পারের বালুকাতে।
কায়া আর ছায়া—হয়ে গেল ভুল,
পদনখ হতে অলকের ফুল

শেষ আরতি

অতি অপরূপ শোভায় শোভিল জ্যোৎস্নার সম্পাতে—
প্রথম যে দিন হেরিনু তোমায় চৈত্র-চাঁদিনী-রাতে।

মৌনবতী সে রাজকন্যারে আর কেহ চিনিল না—
শুধু মোর লাগি' সে মূক অধরে মনোহর মন্ত্রণা।
তনুর প্রভায় অতনুরে নাশি'
মোরে চিরতরে করিলে উদাসী—
ব্রত-অসিধারে বারিল আমারে কুমারী সে কল্পনা।
সে মূক অধরে মুখরিল সে কি মনোহর মন্ত্রণা।

কামনার ফণী ফণা বিথারিল ফেনহীন উচ্ছ্বাসে—
কণ্ঠ বেড়িয়া শিহরিল সে যে বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে।
অধরের মধু, আঁখির গরল
উছসিয়া উঠে যত সে তরল,
তত যে আমার পিপাসা নিবারি উপোসথ-উল্লাসে—
উচ্ছ্রিত ফণা মূর্চ্ছিত হ'ল বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে।

ললাটের তারা সিন্দূর হয়ে শোভিল না চন্দনে,
সন্ধ্যার দীপে ভরিলে না স্নেহ মোর গৃহ-বাতায়নে।
শুধু শিথিলিয়া বক্ষের বাস
পূর্ণ পীবর রূপের আভাস
ধরিলে সমুখে—রচিনু রাগিণী তাহারি স্বস্ত্যয়নে;
সন্ধ্যার দীপে ভরিলে না স্নেহ মোর গৃহ-বাতায়নে।

অয়ি সুন্দরী ভুবনেশ্বরী! আমি যে তোমারে চিনি—
আমার জগতে তবু তুমি হায় বাণী-রাগ-রঙ্গিণী।
পরশ-হরষ-পিয়াসী এ জনে
নিশি জাগাইলে গীত-গুঞ্জনে—
হেরিনু তোমারে মনোমন্দিরে রূপরেখা-বন্দিনী!
আমারে লইয়া এ কি লীলা তব? আমি যে তোমারে চিনি।

চির-বিনিদ্র অগ্নিহোত্রী কাল সে আবহমান—
রবি শশী তারা—শত আঁখি মেলি' যে রূপ করিছে পান,
যে মূরতি-রতি-রস-বিহ্বলা
এ তিন-ভুবন স্খলদঞ্চলা—
মেরু হতে মেরু পৃথ্বী-শরীর পুলকে বেপথুমান,
প্রাণের পানীয় সেই সুরাসার আমি যে করেছি পান।

আকাশে আলোর অলকনন্দা—আজ বুঝি কোজাগরী?
চৈত্র-নিশীথে বলেছিলে আজ ধরা দিবে, সুন্দরী!
এ রাতি ফুরালে জানি এইবার
ধরারে ঘেরিবে কুহেলি-আঁধার—
ম্লান দীপালোকে পড়িবে না চোখে তব রূপ-শর্ব্বরী,
আজি এ নিশীথে শেষ কর মোর জীবনের কোজাগরী।

ভুলি' দেশ কাল, ওই কেশজাল-তিমির অন্তরালে
অধরে অধর সঁপিয়া স্বপিব চির ইহ-পরকালে।

শে ষ আ র তি

শেষ-আরতির দীপ হাতে তুলি'
হের, কাঁপে মোর পাঁচ-অঙ্গুলি,
স্তবের মন্ত্র হয় না মধুর সুরের ইন্দ্রজালে—
শিথানের সাথী করে লও মোরে চির ইহ-পরকালে

প্রেম ও ফুল

হেথায় কেহই কহিবে না কোনো কথা,
কারো সাথে কারো নাই যে রে পরিচয়!
নিদারুণ এই জীবনের নীরবতা—
প্রণয় সে নয় নাম যার পরিণয়!

শুধু চেয়ে-থাকা অনিমেষ আঁখি তুলে
তারাটির পানে সারাটি গোধূলি-বেলা,
শুধু ব'সে-থাকা বিজন সাগর-কূলে—
আপনারি মনে ভালবাসা-বাসি খেলা!

তুমিও বাতাসে জ্বালিও না দীপটিরে—
কতকাল রবে অঞ্চলতলে ঝাঁপি'?
বক্ষ তাপিবে,—নিবারি' আঁখির নীরে
ওগো কতকাল রাখিবি তাহারে চাপি'?

প্রথম পর্ব্ব

১

বয়স তখন এমন বেশি নয়—
সতরো কি আঠারোই হবে,
পল্লীবধূর লজ্জা তবু হয়,
পাশ কাটিয়ে ঘোমটা টানে সবে।

লজ্জা তাদের যতই না সে হোক,
আমার কিন্তু বেশি তাদের চেয়ে—
মাটির 'পরে নুইয়ে যেত চোখ
পাছে দেখে ঘোমটা থেকে চেয়ে!

বাল্য-সখী—যাদের সাথে কত
বকুলতলায় ফুল সে কাড়াকাড়ি,
ছোট্ট মেয়ে—ছোট বোনের মত
গাল খেত সে 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী!'—

তারাই এখন মস্ত বড় যেন,
চোখের পানে চাইতে কেমন ঠেকে!
ভাবি এমন লুকোচুরি কেন?
সরল চোখের চাউনি কেন বেঁকে?

স্মর-গরল

এমন সময় হঠাৎ দেখা হ'ল—
ষষ্ঠীতলায় ভাইটি কোলে ক'রে,
কপাল-ঘেরা কালো চুলের থোলো—
দাঁড়িয়ে আছে নীলাম্বরী প'রে।

সকালবেলা, চৈত্রমাসের শেষ—
আঁধার ভোরের 'আগুন-খেলা' দেখে
ফিরছি তখন, ভজন-গানের রেশ
কানে আমার জাগছে থেকে থেকে।

সেই দিকেতে চাঁপার খোঁজে এসে
আর এক ফুলের পেলেম পরিচয়—
সবুজ পাতায় একটি উঠে হেসে—
আর একটি সে গাছের ভূষণ নয়!

ফুলের মতন,—ফুল কি যেমন-তেমন!
সকল ফুলের রঙটি তাহার মাঝে,
সকল গন্ধ মধুর আয়োজন
চোখের কোণে, চিবুক ঠোঁটের ভাঁজে!

হাওয়ায়-কাঁপা গাছের পাতার ফাঁকে
একটি সে গোল সোনার মতন আলো
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মুখে নাকে—
গভীর গোলাপ-রঙটি ফোটায় ভালো।

কিন্তু তারে ছোট হতেই জানি,
জয়ন্তী সে—মুখুজ্জেদের মেয়ে,
সুন্দরী সে, সবার মতই মানি—
এমন ক'রে থাকি নি তো চেয়ে।

ঠোঁটের এবং জোড়া-ভুরুর মিল
নতুন তো নয়—আগেও ছিল না কি?
চোখের পাতায় পদ্মদুটি নীল
অতল দীঘির আভাস দিল তা কি?

দেখেছি তায় অনেক অনেক দিন,
এমন দেখা দেখি নি তো আগে।
এ কোন্ সুরে বাজ্‌ল প্রাণের বীণ—
চোখে আমার এ কোন্ স্বপন জাগে।

২

বল্‌লে—কুলীন তারা,
আমরা ছোট ঘর,
বিয়ের নেইক তাড়া
আগে জুটুক বর।

তিনটি বছর পরে,
অনেক সাধনায়

স্ম র - গ র ল

নিয়ে এলেম ঘরে,
ফাগুন তখন যায়।

সিঁথি কেমন রাঙা
রক্তচেলীর বেশ।
ডালটি থেকে ভাঙা—
গোলাপ-তোলা শেষ।

—যেমন আকাশ থেকে
রঙটি পটে তুলে
নিজের নামটি লেখে
পোটো তাহার মূলে।

লক্ষ্মী এলেন ঘরে,
নিত্য বসত তাঁর—
এখন কোজাগরে
নেইক তিথি বার।

বসন্তেরি ফুল
ফুটবে সারা বছর।
অমানিশাও ভুল—
নিত্যি চাঁদের বাসর।

ফুলশয্যার রাতে
সেই যে আলাপন,

প্রে ম ও ফুল

হাতটি নিয়ে হাতে
প্রেমের গুঞ্জরণ—

'তোমায় ভালবাসি—
বাসবে আমায় ফিরে?
পরাও ফুলের ফাঁসি
গলাটি মোর ঘিরে।'

—যেমন বলিয়াছি,
অমনি আপন হাতে
গলার মালাগাছি
পরায় প্রণাম সাথে!

হিঁদুর মেয়েই এমন
ফুলের মতন ফোটে,
ঠাকুর হোক না যেমন—
পায়ের উপর লোটে!

ধন্য আমার জাতি,
ধন্য আমার দেশ!
প্রাণ যে ওঠে মাতি'—
সুখের নাহি শেষ!

৩

বছর পরে বছর ঘুরে গেল
একে একে তিনটি কেমন ক'রে,
চৈত্রশেষে বোশেখ ফিরে এল—
বনের রাঙা শিমুল গেল ঝ'রে।

ভাবছি ব'সে, ভাবি এখন প্রায়ই
একলাটি এই সন্ধেবেলাটিতে—
স্বপন যখন স্বপন আর সে নাই-ই,
কি হয় তারে টাঙিয়ে ঘরের ভিতে

বধূর আমার চোখের ভ্রমরদুটি
কেমন যেন ছবির মতই আঁকা।
পদ্মদুটি তেম্‌নি আছে ফুটি',
ভুরুও নয় একটু বেশি বাঁকা।

ধরণ-ধারণ বড়ই সাদাসিধে,
যা কিছু দাও সবই মনের মতন,
কিছুতে তার হৃদয় নাহি বিঁধে,
আপন ব'লে কিছুতে নেই যতন।

সাজার চেয়ে পরকে সাজাবারে
কেমন যেন অধিক আকিঞ্চন,

পৌঁছে দিতে শয়নঘরের দ্বারে—
লাজুক ক'নের সেই যে আপন জন।

নেই যে বিষাদ, নেই যে অভিমান,
হাসিটি তার যখনই চাও আছে,
অনাদরেও আদরসম জ্ঞান,
যেমন ডাকি, দাঁড়ায় এসে কাছে।

কেমন ক'রে এমন ছবি নিয়ে
এমনতর করি পুতুল-খেলা ?
আঘাত 'পরেও আঘাত যারে দিয়ে
ঘোচানো দায় অটল অবহেলা।

সত্য সে কি এমন সরল হবে ?
হৃদয়হীনা ?—স্বভাব-উদাসীন ?
শূন্যমনা ?—কে আমারে কবে ?
পাই নে কিছু ভেবেও নিশিদিন।

বুকের কাছে ঘুমিয়ে যখন পড়ে—
আলুথালু কালোচুলের থোলো,
অধর-পাতা কেমন যেন নড়ে,
চোখের পাতা সজল হ'ল হ'ল।

ঘুমের দেশে স্বপন-পুরীর মাঝে
আত্মাবধূ রাত্রে জেগে উঠে ?

মানস-বীণে কি সুর তখন বাজে।
                    দিনের বেলায় সোনার পরশ টুটে ?

চুপে চুপে পরাই বাহুর ডোর,
                    ধীরে অধর পরশ করাই মুখে—
ঘুমের সাথে জড়ায় নেশার ঘোর,
                    শিউরে উঠে দু হাত চাপে বুকে।

ফুটিয়াছে জলে বিকচ কমল-ফুল,
অরুণ-বরণ সকরুণ ঢল-ঢল—
মধু-সৌরভে আকুল ভ্রমরকুল
গুণ্ গুণ্ করে—'মধু দিবি কি না বল্'।

ফুটিয়াছে বনে রূপসী গোলাপ-বালা—
জ্যোৎস্না-নিশীথে সমীরে অধীর হিয়া,
আনন-আলোকে সারাটি কানন আলা,
পিপাসী পাপিয়া ডাকে তারে—'পিয়া পিয়া'!

সরসী-শয়নে ছিল যেই হাসিমুখে—
দেবতার পায়ে ছিঁড়ি দিল তায় তুলি'!
ফুটেছিল যেই কাননে সোহাগ-সুখে—
আতরে দানিল দলিত সে দলগুলি!

৪

চুপটি ক'রে একলাটি নির্জ্জনে
বসে ব'সে কেনই এত ভাবি!
ভাবনা এ সব নিজের মনে মনে,
মন রে আমার! সুখ সে কোথায় পাবি?

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,
ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তা-মণির সন্ধানে কি যায়?

আধেক আঁখি—আধেক কর্ণ রুধি',
মুখের হাসি মুখের কথায় ভোর—
হয় না যে জন, সে জন চক্ষু মুদি'
জীবনটারে করুক আঁধার ঘোর!

মনে হ'ল, নারীর হৃদয়-মূলে
স্বভাব-শোভার পাতায় আড়াল-করা
কোন্ বাসনার কুসুমখানি দুলে
—কোন্ পুরুষের চিত্তে পড়ে ধরা?

জগৎজোড়া এই যে প্রেমের কথা
এর কি কোনো অর্থ আছে কিছু?

প্রে ম ও ফু ল

সবাই বোঝে নিজের বুকের ব্যথা,
সবাই ছোটে আপন পিছু-পিছু।

হৃদয় পাওয়া হৃদয়-বিনিময়ে—
কিছুতে যে হবার সে নয়, নয়।
যেটুকু লাভ প্রেমের পরিচয়ে,
সে যে কেবল আপন মনেই হয়।

তোমার টাকায় আমার মুখের ছাপ
যে কয়টিতে দেখতে আমি পাই—
তাইতে করি তোমার প্রেমের মাপ
তোমার আসল রূপোর মূল্য নাই।

তুমি তোমার মুক্তামালা খুলে
আমার সোনার সিঁথির দেবে পণ—
আমার গলায় মুক্তামালা দুলে,
তোমার মাথায় সোনার আভরণ।

তাই তো ভাবি, এমন মিলন-মূলে
নেই যে কোথাও সমান পরিচয়—
পাশাপাশি দুইটি মনের ভুলে
একটানা সে ভুলের অভিনয়।

ধনের মানের যশের কুতূহলে
সবাই হেথায় হাটের পানেই ধায়,

ডুব দিয়ে কেউ নারীর হৃদয়তলে
মুক্তা-মণির সন্ধানে কি যায় ?

৫

আজকে আমার মনের বাতায়নে
দখিন-হাওয়া বইছে ঝিরি-ঝিরি,
কাননে ওই আলোক ছায়ার সনে
খেলছে খেলা গন্ধলতায় ঘিরি'।

আজকে আমার মনের গগন-গায়
হাসছে যেন পূর্ণিমারি চাঁদ,
জোয়ার-টানে আকুল জ্যোৎস্নায়
ভেসে গেছে হৃদয়-নদীর বাঁধ।

আজকে আমার চোখের যত জল
উপ্‌চে উঠে শীতল করে বুক ;
অশ্রু যেন হাসির মধুর ছল,
ব্যথাও যেন গভীরতর সুখ।

কান্না যেন গানের মতন সুরে
ছাপিয়ে ওঠে হৃদয়-কিনারায়,
চিত্ত-বীণার সকল তন্ত্রী জুড়ে
কাঁপছে আশা মধুর দুরাশায়।

প্রেম ও ফুল

যেমন আছ—তেমনি এস, এস।
বস আমার হৃদয়-সিংহাসনে।
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো—
যা আছে থাক্ তোমার মনে-মনে।

বল শুধু, 'বাসি তোমায় ভালো'—
বুকে যা থাক্, মুখে হ'লেই হবে।
তোমার চোখে আমার চোখের আলো
সবটু' দেব, দুঃখ নাহি র'বে।

আমার মনের গোলাপ-বনের মালা
পরিয়ে দেব তোমার কপাল ঘিরে,
আমার হাতের প্রীতির বরণ-ডালা
পরশ ক'রে আমায় দেবে ফিরে।

তোমায় আমার সাধের বেদী 'পরে
বসাই এস পাষাণ-গড়া দেবী।
থির-অধরের সাদা হাসির তরে
রক্ত-সিঁদুর দিয়ে চরণ সেবি।

আমি আমায় তোমার ভিতর দিয়ে
বাসব সে কি গভীর ভালবাসা।
শূন্য কলস নিজেই ভ'রে নিয়ে
কণ্ঠে তাহার তুল্‌ব কল-ভাষা।

তোমার কোন দুঃখ যে নাই, নারি।
ফুলের মতন উদাস হাসি হাস'—
কি সুখ তোমার বুঝতে নাহি পারি,
—কাউকে যদি ভালই নাহি বাস'।

জন্ম হতেই অন্ধ যাহার আঁখি
আলোক লাগি' তাহার কিসের শোক?
প্রভাত যতই করুক ডাকাডাকি,
কখ্‌খনো সে খুলবে না তার চোখ।

যেমন আছ তেমনি এস, এস।
বস আমার হৃদয়-সিংহাসনে।
যেমন পারো তেম্‌নি বারেক হেসো,
যা থাকে থাক্‌ তোমার মনে-মনে।

শীত-কুয়াসায় ফুটিয়াছে গাঁদাফুল,
তুষার-শীতল কঠিন তাহার দল—
ঝরিল না দেখি' সকলেই করে ভুল,
ম'রে গেছে, তবু করে যে ফোটার ছল!

সুখের হাসি যে দেখিলেই চেনা যায়,
বড় সে চপল, এই নাই, এই আছে—
সুচিকণ, কচি, বাতাসে দোদুল-কায়
পাতায় যেমন প্রভাতের আলো নাচে!

ও যে হাসি, হায়, সোনার-বরণ দলে—
তুষার-কঠিন, সবটুকু মধু-ঝরা!
ও যে হাসি, হায়, অধর-পাথর তলে
মরণে-অমর—রয়েছে সমাধি-করা!

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১

গ্রামের পথে চৈত্রশেষের ভোরে
ফিরছি আবার আগুন-খেলার পর,
চাঁপাগাছটি আগেই গেছে ম'রে—
ভেঙে গেছে ফুলের খেলাঘর।

তেমন ক'রে প্রাণ কি আজও নাচে?—
মনের কথা থাক্ না মনেই চাপা;
সন্ন্যাসীদের গান সে আজও আছে,
গাছের ডালে নেই সে সোনার চাঁপা।

দশটি বছর সে এক দুঃস্বপন!—
গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে প'ল সাথী।
আমার শুধুই অকাল জাগরণ,
পোহায় না যে দীর্ঘ অমারাতি।

চাইলে পরেই যায় যে জিনিস পাওয়া—
বিকায় সে তো বেচা-কেনার হাটে,
সমাজ মেটায় যে সব দাবি-দাওয়া,
সে যে শুধুই দেহের বেলায় খাটে।

প্রে ম ও ফু ল

বড় যা—তা পাওয়ার অধিকার
এ জগতে নাই রে কারো নাই।
পাওয়া তো নয়, দেওয়ার অহঙ্কার
রাখে যে জন—তারি যে জিৎ, ভাই

জীবনে ওই একটা সাধন আছে—
নয় যা ফাঁকি, গিল্‌টি, ঝুটা, নকল;
পাওয়া হারে দেওয়ার সুখের কাছে—
একটু সে নয়—দিতে হবে সকল।

কিসের দাবি, দুঃখ কিসের ভাবি—
ভালই যদি বেসেছিলেম তারে?
থাকৃত যদি ভালবাসার চাবি,
ভাঙতে হ'ত বদ্ধ কপাটটারে?

কেবল সোহাগ অভিমানের পালা
কাঙালপনা সেই যে নিরন্তর—
তার মাঝে কেউ আপন প্রাণের জ্বালা
জুড়াতে পায় একটু অবসর?

হাত পেতে যে সদাই থাকে ব'সে—
নিজের ক্ষুধায় অন্ধ হয়েই আছে,
পিপাসা যার কণ্ঠ-তালু শোষে,
কি চায় নারী তেমন নরের কাছে?

স্ম র - গ র ল

বুকের তাপে শুকায় নয়ন-বারি,
গোপন শ্বাসে আগুন যে তার বাড়ে ;
দগ্ধ প্রাণের ভস্ম অপসারি'
নিবায় কে সেই ঘুমন্ত অঙ্গারে ?

মনে পড়ে সে এক শ্রাবণ-দিনে
তিস্তা-নদী হতেছিলেম পার,
সে কি ভীষণ ! কে তায় তখন চিনে ?
একূল-ওকূল ঝাপ্‌সা একাকার !

নৌকা হ'ল হঠাৎ বেসামাল,
চেঁচিয়ে ওঠে মাল্লা-মাঝির দল ;
কেউ বা কাঁদে, কেউ বা পাড়ে গাল,
একটি প্রাণী—স্থির সে অচঞ্চল !

সে মুখ আমার পড়ছে আজও মনে—
ঠোঁটের পাশে তেমনি হাসির রেখা,
ভয় যেন নেই কোথাও মনের কোণে,
চোখের তলে নেই যে কিছুই লেখা !

পরের মায়া, প্রাণের মায়া—কিছুই
নেই বুঝি তার, ভেবেছিলেম সেদিন ;
হায় রে মানুষ ! আপন পিছু-পিছুই
ছুটিস ব'লে এমন নয়ন-বিহীন !

প্রেম ও ফুল

সে বার সবাই বেঁচে গেলেম খুবই,
এখন বুঝি, গেলেই ভাল হ'ত ;
বিপদ সে নয়— দুখের ভরা-ডুবি !
—বেঁচে যেতেম চিরদিনের মত !

দেশে এসে অনেক দিনের পর
ঘুরে বেড়াই চৈত্রশেষের ভোরে ;
ভেঙে গেছে ষষ্ঠীতলার ঘর,
চাঁপা, সে তো আগেই গেছে ম'রে।

২

কেমন ক'রে মিটল সকল ধাঁধা,
ফুরিয়ে গেল সুখের অভিনয়,
ঘুচল বাঁধন, মিথ্যা সাধন-সাধা—
সে কথা যে মোটেই বেশি নয়।

* * * *

চাকরি করি—দেশে দেশান্তরে
ঘুরে ঘুরে বেঁধে বেড়াই ঘর,
কখনো সে বিরাট তেপান্তরে,
কখনো বা ভাঙন-ধরা চর।

দুইটি প্রাণী—নেইক ছাড়াছাড়ি,
ছেড়ে আমায় থাকবে না সে কভু,
কোথাও নয়, হোক না মায়ের বাড়ি—
নিতে এলেও চায় না যেতে তবু।

যত্ন-সেবার একটু বিরাম নেই,
ভাবনা—কিসে থাকব আমি সুখে;
যে দেখে তায় অবাক যে হয় সে-ই—
প্রশংসা না ধরে সবার মুখে।

রোগ যদি হয়—দিনে রাতে সমান
রইবে জেগে স্বামীর শিয়রটিতে,
অনাহারেও মুখখানি অম্লান,
ঘুমের পরশ নেই সে চাহনিতে।

এম্‌নি ক'রেই কাটতেছিল দিন—
সেবার যেন হঠাৎ কেমন ক'রে
দুই দিনে তার গন্ধ হ'ল ক্ষীণ,
চোখের পাতায় ঘুম যে আসে ভ'রে

জানি যে তার দুঃখ কিছুই নাই,
—বজ্রসমান কঠিন মনের তল!
প্রাণের ব্যথার নেই যে কোনোই ঠাঁই—
বৃথাই যে তার চোখের জলের ছল!

প্রে ম ও ফু ল

'হঠাৎ কিসের অসুখ হ'ল, রাণি ?'
—জিজ্ঞাসিলে মুখ সে কঠিন করে,
কয় না কথা—হাত দিয়ে হাতখানি
ধরলে, যেন চোখে আগুন ঝরে।

অবাক হয়ে মুখের পানে চাই,
ভাবি, এ কি! এরূপ কোথায় পেলে
ছবির মুখে হাসি যে আর নাই!
এ কোন্ প্রাণী উঠছে পাথর ঠেলে!

দু দিন যেতেই মূর্চ্ছা হ'ল সুরু,
সদাই চোখের চাউনি কেমনতর!
বুকের ভিতর সদাই দুরু-দুরু,
কেমন যেন ভয়েই জড়সড়!

সেদিন দেখি, সন্ধেবেলায় ঘরে—
বাক্স খোলা, নিজে লুটায় পাশে,
চোখের তারায় পলক নাহি পড়ে,
—আধেক-ঢাকা খোলা-চুলের রাশে।

হাতের মুঠায় একখানি কার চিঠি,
মেঝের উপর খোলা আর একখানি—
সত্ত-লেখা লাইন দু চারিটি!
কার সে লেখা? দেখে অবাক মানি।

লিখতে জানে, পড়তে জানে সে যে—
তার তো কোন পাই নি পরিচয়,
এত দিন সে ছিল অবুঝ সেজে !—
কেনই বা ?—এ আরেক যে বিস্ময়।

চিঠির বালাই ছিল না তার মোটে,—
কেই বা লেখে, কেই বা জবাব ছায় ?
বিদেশে তার বন্ধু যদি জোটে,
চোখের আড়াল হ'লেই ভুলে যায়।

মায়ের খবর দিতাম নিজেই তারে—
বাপ মরেছে, বাপের ভিটে ছাড়ি'
মা-ভাই এখন মামারই সংসারে,
আমার গ্রামেই তার যে মামার বাড়ি।

চিঠি ছুখান সরিয়ে তুলে রেখে
মাথাটি তার নিলেম কোলের 'পর,
একটু জ্ঞান হয়, আবার যে যায় বেঁকে—
এমনি করে কাটল চার প্রহর।

সকালবেলায় সকল কথা শুনে
কহেন ডেকে প্রবীণ চিকিৎসক—
'কঠিন ব্যাধি—রুদ্ধ মনাগুনে
চরম যে আজ, দেখছি মারাত্মক।

প্রেম ও ফুল

'চিঠি দুখান দেখতে হবে আগে—
এখনকার এই রোগের নিদান তাই ;
পড়তে যদি তোমার ব্যথা লাগে,
তবে না হয় আমায় দিও, ভাই।'

দুখান চিঠি নিজেই একে একে
প'ড়ে গেলেম স্বপন-দেখার মত,
আমার সে মুখ কে বা তখন দ্যাখে—
চিঠির মালিক আছেন মূর্চ্ছাহত।

"দিয়েছিলে একটি অধিকার
চিরবিদায়-ক্ষণে—
মাথায় নিয়ে আমার গলার হার,
একটি সে চুম্বনে।

করিয়ে নিলে পণ সে দারুণ অতি—
জন্মে না দিই দেখা ;
একটি চিঠির পেলেম অনুমতি
—মরণ-সময় লেখা !

এবার তোমার স্বামী-সুখের মাঝে
ঘুচল দুঃস্বপন ;
নারি, তোমার একটু ব্যথা বাজে ?
—হায়, কি কঠিন পণ !

ঝাপ্‌সা হয়েও মিলায় না এই চোখে
তোমার চেলীর ছায়া !
মাপ যেন পাই ইহ-পরলোকে,
ওগো পরের জায়া !”

*　　　　*　　　　*

“মাপ যে খোঁজে ভালবাসার পাপে
মুক্তি কি তার হাতে-হাতেই হয় ?
মুক্ত তুমি ?—কাহার অভিশাপে
নারীই শুধু পাপের বোঝা বয় ?

স্বর্গ আমার সাজিয়ে আছি ব'সে—
সে সুখ দেখে নরক মানে হার !
মাপ চেয়েছ মনেরি আপশোষে—
অর্থ যে তার বুঝছি পরিষ্কার !

তাই হবে গো !—করছি তোমায় মাপ,
তুমি পুরুষ, আমি যে ভাই, নারী !-
একা আমার সইবে দোঁহার পাপ,
হবে না সে একটু বেশি ভারি !”

আঁধারেই ফুটি' আঁধারে যে ফুল ঝরে,
মুকুলে তাহার বিষ, না সে পরিমল ?
তারা মিটি-মিটি হাসে যে নীলাম্বরে—
তা'রা জানে তার পীরিতির কিবা ফল।

জীবন-যামিনী একা জাগে বনবালা,
অরুণ-আলোর পরশে মরণ তার !
ভরি' ওঠে বুকে গোপনে মধু'র জ্বালা,
অসাড় পরাগে আঁধারের হাহাকার !

পাপড়ি যে লাল !—বুঝি বা চেলাঞ্চল !
এ কি বধূ-বেশ ?—হায় হায় অভাগিনী !
মরম-শোণিতে রাঙা হ'ল হৃদি-তল—
নিশার শাসনে কে লবে তোমারে চিনি' ?

৩

তিনটি দিনের পর
সংজ্ঞা এল ফিরে—
তখনও খুব জ্বর,
মুখটি ফেরায় ধীরে।

আমার পানে চেয়ে
সে কি চোখের জল
গাল ছুখানি বেয়ে
ঝর্‌ল অবিরল!

বাতাস করি শুধু,
মাথায় বুলাই হাত;
প্রাণের ভিতর ধূ ধূ—
বাইরে আঁধার রাত।

মুখটা যতই ফেরাই
ততই সে তাই খোঁজে,
চোখ যদি না সরাই
—চক্ষু নাহি বোজে!

চাউনি সে কি সরল—
সত্ত-ফোটা ফুল!

প্রে ম ও ফুল

আহা ! যেন সজল
কমল-সমতুল !

এতকালের চেনা
সে মুখ এ তো নয় !
চুকিয়ে সকল দেনা
এ কোন্ পরিচয় !

হাসির মুখোস-পরা
কোথায় বা সেই নারী ?
পড়ল আবার ধরা
কিশোর-বয়স তারি ?—

আবার আঁচলখানি
উড়িয়ে আপন মতে
বেড়ায় অসাবধানী
বকুল-বনের পথে ?

গামছা চাপি' দাঁতে
দিচ্ছে বুঝি সাঁতার—
সন্ধ্যা দুপুর প্রাতে
দীঘির অথই পাথার ?

পুতুল-বিয়ের তরে
গাঁথছে পুঁতির মালা ?—

বরের টোপর করে,
ক'নের বাজু-বালা।

বুকের সে বিষ আজও
জমতে আছে দেরি ;
নেই কোনো ভয় লাজও—
মূর্ত্তি আনন্দেরি !

চোখের পানে চেয়ে
তাই তো মনে হয়,
সে যেন কার মেয়ে !—
বধূ সে নয়, নয় !

বিকালবেলায় দেখে
আবার পেলেম ভয়—
কানের কাছে ডেকে
দেখি—চেতন নয় !

কর্ণ যেন বধির,
নীরব সে নির্ব্বাক ;
চক্ষু ছুটিই অথির
—অধর ঈষৎ ফাঁক।

আবার পাগলপারা
নামটি ধ'রে ডাকি—

একটু ঠোঁটের সাড়া,
থির হ'ল সে আঁখি।

৪

নিয়ে গেলেম গৌরী-নদীর ঘাটে,
তখন জ্যোৎস্না-রাতি—
পঞ্চমী-চাঁদ পড়ছে হেলে মাঠে,
অল্প ক'জন সাথী।

পেতে দিলেম বিজন বাসর তার
বালুর শয্যাতলে,
আধেক-আলো, আধেক-অন্ধকার
মিলায় নদীর জলে।

মাথার সিঁদুর, বিয়ের চেলীখানি
পরিয়ে নিয়েছিনু,
আল্‌তা যে খুব চওড়া ক'রে টানি'
দু পায় দিয়েছিনু।

ভেবেছিলেম, সতীর সজ্জা যত
—দেহের বাকি বালাই,

স্ম র - গ র ল

শ্মশান-শিখায় আজকে মনের মত
ভাল ক'রেই জ্বালাই।

হঠাৎ এখন চেয়ে মুখের পানে
মনটা কেমন হ'ল,
বক্ষ আমার দারুণ ব্যথায় হানে—
ভুল যে ধরা প'ল।

কি করেছি! মড়ার উপর এ কি—
এ যে খাঁড়ার ঘা।
শেষ-আগুনে শোবার আগেও দেখি
—তেমনি জ্বলে গা।

তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলেম তুলে
নদীর কিনারায়,
অঞ্জলি-জল দিলেম সিঁথির মূলে—
সিঁদুর ধুয়ে যায়।

পড়ল খুলে বিপুল খোঁপার রাশি—
বিউনি বুকের 'পর,
ঠোঁটের কোণে ফুট্‌ল যেন হাসি—
ম'রেও কি সুন্দর।

ওপারে ওই ঘন বনের আড়ে
চাঁদ যে ডোবে-ডোবে—

প্রেম ও ফুল

এই আঁধারে চোখের নেশা বাড়ে
হায় রে কিসের লোভে ?

আজকে আবার তেমনি কালো চুলে
কপালে সেই ছায়া!
নিশার আঁধার—মরণ-আঁধার-কূলে
এ কি রূপের মায়া!

ম'রেও তবু ছাড়বি না কি ছলা ?
—এখনও হাতছানি!
বোকার বুকে বিঁধিয়ে রূপের ফলা
এ কি রে শয়তানী!

একটি চুমা দিব কি ওই মুখে ?
—আমি যে ভাই, নিলাজ!
অনেক দুঃখ দিয়েছি ওই বুকে
সইবে এটাও—দি' আজ ?

যত্নে, যেন শিশুর দেহের ভার—
বুকে নিলেম তুলে ;
শুইয়ে চিতায়—তখন অন্ধকার—
চেলী দিলেম খুলে।

জ্বল্‌ল আগুন ধোঁয়ায় আকাশ ভরি',
বাতাস উতরোল ;

বালির উপর দিলেম গড়াগড়ি,
—উচ্চে হরিবোল।

৫

আমার ভাগ্যে ফুল যে হ'ল বাজ—
বল কিসের পাপে?
ফাঁকি ছিল আমার হৃদয়-মাঝ?
—বিধির অভিশাপে?

জানি না সে; জেনেই বা কি হয়?
ফিরবে কি আর জীবন?
ভুল কি ঘোচে?—মর্ম্মে গাঁথা রয়—
ভুলেই ভরা ভুবন।

সেই ভুলেরই ব্যথার ফুলবনে
কাট্‌ল আমার রাতি;
পাই নি যাহা অশান্ত যৌবনে—
স্বপনে আজ গাঁথি।

নেই কে বলে?—অসীম অন্ধকারে
গন্ধ যে তার পাই।

প্রেম ও ফুল

দহন-শেষে সুদূর গহন-পারে
তারার ভাতি নাই ?

এখন বুঝি, এই তো আমার ভাল,
—হারাই নি তো তারে
পায় নি সে-ই, শূন্য-হাতেই গেল—
পেয়েও পেলে না রে ।

ধুইয়ে গেল আঁখিজলের ধারে
আমার সকল গ্লানি,
ভ'রে নিলেম শূন্য হৃদয়টারে
চিতার ভস্ম আনি' ।

সারাজীবন হারিয়ে বেড়াই যদি—
পাই নি কভু তারে ?
পাওয়া সে নয় ?—ধেয়ান নিরবধি
মধুর হাহাকারে ।

আঁধার রাতে একলা যখন জাগি,
দাঁড়ায় দুয়ার-পাশে—
বলি, 'ওগো এখনও কার লাগি'
ঠোঁট দুখানি হাসে ?

স্ম র - গ র ল

ঘুচল না কি এত ক'রেও তবু
কান্না-পাওয়ার ভয় ?
চিতায় পুড়েও এয়োর জ্বালা কভু
জুড়িয়ে যাবার নয় !

ভয় কি, সখি ? মাথার কাপড় খুলে
দেখই না একবার—
সিঁদুর সে আর নেই যে সিঁথির মূলে,
সব যে পরিষ্কার !'

যেমন বলা, তেমনি ছ চোখ তুলে
চাইলে—সে কি মধুর !
নিজেই হঠাৎ মাথার কাপড় খুলে
দেখায় সিঁথির সিঁদুর ।

মিলায় ছায়া, মায়া ঘনায় মনে,
বুঝি বা না বুঝি—
কাটাই রাতি স্বপন-জাগরণে,
আবেশে চোখ বুজি' ।

অনেক দেখা অনেক দুখের শেষে
বুঝেছি এই সার—

প্রে ম ও ফু ল

মিথ্যা যে হয় সত্য—ভালবেসে।
—প্রেম যে চমৎকার।

যৌবনেতে ছিল মধুর মোহ
বেসেছিলেম ভালো,
ছিল তখন প্রাণের সমারোহ—
দু চোখ-ভরা আলো।

সেই আলোকে চিনে নিলেম বধূ
বসন্তশেষ-প্রান্তে,
যেমন সে হোক—ফুরায় নি তো মধু
সারা জীবনটাতে।

জীবনে নয়, মরণ হতেই তার
সেই যে পরিচয়—
পরম সে যে। সকল অহঙ্কার
তাইতে হ'ল ক্ষয়।

তার পরে এই বছর পরে বছর
আমার চাঁপাগাছে
ফুরায় নি ফুল,—অরূপ-রূপের নিঝর
আলো ক'রেই আছে।

সেই কিশোরীর জোড়া-ভুরুর নীচে
নীল সে নয়নতারা,

কোঁকড়া-কালো চুলের রাশি পিছে
হয় নি কভু হারা।

তারই বুকের ব্যথার দেবতারে
নিত্য পূজা করি,
ব্যথার ব্যথী হয়েই পেলেম তারে
জীবন-মরণ ভরি'।

কাননে কাননে ফুটে উঠে ফুলহাসি—
সে কি সুমধুর রঙীন নেশারি ভুল ?
সৌরভ তার বাতাসে বিনায় ফাঁসি,
উছসিয়া উঠে হৃদয়ের উপকূল !

ফুলের ব্যথা যে সন্ধ্যারি মেঘ-মায়া—
নিমেষে মিলায় রজনীর আঁধিয়ারে ;
নদী জলে তার পড়েছিল যেই ছায়া—
স্বপনে কেন সে দেখা দেয় বারে বারে ?

প্রেম আর ফুল—দুয়েরি সে হাহাকার
অতি অপরূপ ছলনা যে ধরণীর !
মিথ্যাই যে রে জীবনের মণিহার—
এক দেখি তাই হাসি আর আঁখি-নীর !

সনেট-সমূহ

পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ?
আন বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্তগীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী !

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে ?

কবিধাত্রী

পুরাতন বাস্তুভিটা, অতি উচ্চ শিখরে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান ; বিজন-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভ-তলে যেথায় সুদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার !
নতোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার !—
তারি 'পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেদুর।
অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, তাল, শিমুলের ক্বচিৎ সিঁদুর,
বেণুশীর্ষ, আম্র আর পনসের ঘনপত্র-ভার
ঢেকে আছে ধরণীরে। ঊর্দ্ধে শূন্য মহানীলাম্বর,
নিম্নে হরিতের মেলা ; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুমুখে কাননের উদাস মর্ম্মর,
নীরব উদয় অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান !—
এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর,
এই মোর 'কবিধাত্রী'—জনহীন সবুজ শ্মশান !

আমার নয়নে শুধু বর্ণ আর বিপুল প্রসার—
নিস্তব্ধ রূপের ছায়া, মেঘ-মায়া সন্ধ্যায় প্রভাতে ;
দৃষ্টি মোর ডুবে যায় নীর-হীন নীরদ-শোভাতে—
ধরণীর চতুঃসীমা-ভরা ওই বিটপী-বিথার !
কানে নয়—প্রাণে জাগে সুগম্ভীর ধ্বনি অনিবার,
বসি যবে মহামৌনী সুবিরাট কানন-সভাতে—

সুদূর-কালের স্রোত মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ-আঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে বুকে—অতীতের স্তব্ধ হাহাকার।
দাঁড়ায় আমারে ঘিরে মোর সেই পিতৃপিতামহ—
বৃহৎ-কালের সাক্ষী, বহু যুগ-যুগান্ত স্বপন
ভরি' দেয় আঁখিপাতা। জন্মমৃত্যু-ভাবনা দুঃসহ
ভুলে যাই, চিত্তে মোর কল্পনার নীল-আলেপন
স্নিগ্ধ করে সর্ব্ব ব্যথা ; পুরাতন এ বন-ভবন
বহিছে কত না স্মৃতি, তারি ধ্যান করি অহরহ।

জ্যোৎস্নারাতে, ভগ্ন পূজা-মণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে
যে গভীর কালো ছায়া প্রেতসম উঠিছে গুমরি',
হেরি' তারে মনে হয়, আজও সেই উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে করুণ সুরে, আধ-আলো অন্ধকার-তীরে—
সেদিনের প্রতিবিম্ব কাঁপে মোর নয়নের নীরে।
গৃহে আসি' কবে কোন্ নববধূ নূপুর ঝিমরি'
রেখেছিল পা দুখানি যে ইষ্টক-ফলক উপরি—
সে ওই রয়েছে পড়ি' এক কোণে ভবন-বাহিরে।
স্মৃতির সমাধি 'পরে ব'সে দেখি সেদিনের ছবি,
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে ;
চেয়ে থাকি—যেই দিকে অস্ত গেছে গৌরবের রবি,
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথ-স্বপনে।
যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি।

ত্রিস্রোতা

রসাতলে ভোগবতী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা, স্বর্গে মন্দাকিনী—
এক বিষ্ণুপদী-ধারা—কালস্রোত বহে নিরন্তর ;
জানি না পাতালে তার কুলু-কুলু কিবা কলস্বর,
আকাশ-তরঙ্গে তার ভাসে কি না সুবর্ণ-নলিনী ।
জানি শুধু জাহ্নবীরে—পুণ্য-তোয়া প্রাণ-প্রবাহিনী,
ত্রি-ধারায় সেও বহে জীবনের কাহিনী সুন্দর,
ধরাবক্ষে ত্রি-গুণিত স্ফটিকাক্ষ-মালা মনোহর,
যজুঃ সাম ঋক্-মন্ত্র গাহে নিত্য সে কল-নাদিনী !

অতীত-কল্পনাময়ী যমুনার নীল জলধারা—
ব্রজবনে রাখালের বাঁশী বাজে তারি তীরে তীরে ;
ভবিষ্যের সরস্বতী বালুতলে হয় নি তো হারা—
আশার অমৃত-বাণী বহিতেছে হৃদয় গভীরে ;
প্রত্যক্ষ-কালের গতি ভাগীরথী উন্মাদিনী-পারা
নৃত্য করে উর্ম্মিভঙ্গে চন্দ্রচূড় মহাকাল-শিরে !

বঙ্গলক্ষ্মী

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গ'ড়ে তুলি অপরূপ মোহিনী-মূরতি—
মনোময়ী প্রতিমার করি যে আরতি
বর্ষে বর্ষে, কোজাগর-লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়।
জ্যোৎস্না-রাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা-ভাগীরথী ;
হেরি শুধু ভাঙা-ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথ-রেখা নদী-সিকতায়।
গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে ;
হেমন্তের মায়া-মৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্য-শীর্ষে ; চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে ; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টীকা।

উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত-রৌদ্রে দীর্ঘ জ্বরজ্বালা।
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালির মালা—
অর্চ্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায় ?

বঙ্গলক্ষ্মী

তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে ?—আছ কল্পনায় ;
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা
নিত্যপূজা-অভিনয়ে—বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায়।
ছিলে যবে হে জননী সারা দেশ ভরি'—
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী-রূপে ;
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্ত্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে—
বঙ্গলক্ষ্মী ?—সেও যে রে ছায়া-ধরাধরি !

আহ্বান

শিব-নাম জপ করি' কাল-রাত্রি পার হয়ে যাও—
হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার।
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী!—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা!—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বর-বপু ঊর্দ্ধস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই!—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষ্যার অজস্র ফণা; অর্দ্ধ-মগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়!
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায়;
নগ্ন বক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল—বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি আড়ষ্ট, আনীল!

জন্মাষ্টমী

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—হেন বার্ত্তা কবে ভগবান
কহিলেন কুরুক্ষেত্রে, তারি স্মৃতি জপে আজও যারা
তারাই কি গণে মাস, বর্ষ, তিথি,—যাপে নিদ্রাহারা
ভাদ্র-রাতি কৃষ্ণা-অষ্টমীর। কত যুগ অবসান—
আর কোনো পুণ্য-ক্ষণ ধরণীর মুখ চির-ম্লান
দেয় নি লাবণ্যে ভরি'?—ভেদি' কভু আঁধারের কারা,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কোনো ভাগে উদয়ের তারা
রচে নি উষার ভূষা,—জলধি করে নি কলগান?

সে আশাও আজ বৃথা!—নবযুগে নাহি অবতার।
এবার সহস্রশীর্ষ পুরুষের—সারা মর্ত্ত্য জুড়ি'—
আরব্ধ যে মহাযাগ, নাহি তায় তিথি, দিন, ক্ষণ।
কে দিবে কাহারে মুক্তি? নাহি চাই কৃপা দেবতার—
স্বর্গ হ'তে কে নামিবে? এই মর-মৃত্তিকার পুরী
ধন্য করি' নবজন্মে, নর নিজে হবে নারায়ণ!

রুপার্ট ব্রুক

(1914 and Other Poems by Rupert Brooke)

কবিতা পড়িতেছিনু, ইংরাজি সে সনেট দুচারি—
আরো কিছু স্বল্প-কলেবর ; জানি নাই, কখন সে ভাষা
হইল আমার বাণী, বহিল সে আমারি পিপাসা !
যে সরল সত্য-মন্ত্রে জীবনের আমিও পূজারী—
তারি ছন্দ, তারি সুর, অনবদ্য প্রকাশ তাহারি
মর্ম্মরি' উঠিল মর্ম্মে,—এক আশা, এক ভালবাসা !
মনে হ'ল, যে-বিহঙ্গ স্বপ্নে মোর বেঁধেছিল বাসা
অন্ধকারে, সে আজি অরুণালোকে উঠিছে ফুকারি'।
প্রতি শব্দ অর্থবান, প্রতি পংক্তি ব্যথায় বিধুর—
শ্লোকে-শ্লোকে অতিরুদ্ধ হৃদয়ের সিন্ধু-কলোচ্ছ্বাস ;
অসীমার অভিসারে পদধ্বনি যেন সে সুদূর,
কণ্ঠে তবু এ কি গীত !—ধরণীর এ মর্ত্ত্য-আবাস
এত ভাল লেগেছিল ! প্রেমে প্রাণ এত ভরপূর !
এত আলো—নিবাইতে নারে তারে মৃত্যুর নিশ্বাস !

বহিতেছে মৃত্যু-ঝড় ; মহামারীরূপে মহাকাল
অযুত জীবন-দীপ নিবাইছে ফুৎকারে ফুৎকারে !
ছিন্নমস্তা 'য়ুরোপা'র কণ্ঠস্রুত শোণিত-উৎসারে
কি ভীষণ কলধ্বনি ! না, সে বুঝি মত্ত প্রেতপাল
ছড়াইছে দিকে দিকে বহুজীর্ণ আপন কঙ্কাল—
কৃপণ জীবন যাহা করেছিল জড় স্তূপাকারে

সঞ্চয়, শতাব্দী ধরি'! ভরি' উঠে দারুণ ধিক্কারে
সারাচিত্ত, টুটে যায় জীবনের মিথ্যা মোহজাল।
সেই ঘৃণা, অবিশ্বাস, অট্টহাসি, হাহাকার-মাঝে
ধ্বনিল কি শুভ-গীত—কবিকণ্ঠে সুন্দর-বন্দনা!
আপনার হৃদ্‌পিণ্ড, রক্তজবা, ছিঁড়িয়া অঞ্জলি
দানিল সে হাসিমুখে—রাজ-কর মৃত্যু-মহারাজে!
মরণ মরিল লাজে, তাই হেন অমৃত-মূর্চ্ছনা—
জীবনেরি জয়গানে ভরি' উঠে নব পদাবলী!

'যে বিধাতা গড়িয়াছে আমা সবে নিজ প্রয়োজনে
যুগ-যোগ্য করি'—বরিয়াছে মোদের যৌবন,
হরিয়াছে সুখ-নিদ্রা—চক্ষে দীপ্তি, অব্যর্থ-সাধন
দুই বাহু দিল যেই, ঝাঁপাইতে দ্বিধাশূন্য মনে
নীল নির্ম্মলতা মাঝে—নমি আজ তাঁহার চরণে।'
'লভেছি অভয় মোরা, যাহা কিছু নিত্য চিরন্তন
তারি সাথে—বায়ু, ঊষা, মানুষের হাসি ও ক্রন্দন,
নিশীথ, বিহঙ্গ-গীতি, মেঘেদের গমন গগনে।'
'করি না যুদ্ধের ভয়, চলিয়াছি শুভযাত্রা করি'!
গোপন কবচে মোরা মৃত্যু-বাণ করিব নিষ্ফল।
অরক্ষায় সুরক্ষিত! মানুষ যেতেছে যেথা মরি'
দলে দলে, সব চেয়ে ভীতিশূন্য সেই রণস্থল!
আর, যদি প্রাণ এই ক্ষুদ্র দেহ যায় পরিহরি'—
লভিব পরম স্বস্তি হারাইয়া চরম সম্বল।'

'এই সব প্রাণ ছিল জীবনেরি দুঃখ-সুখে গড়া,
অপরূপ অশ্রুজলে স্নান-শুচি, হরষ-চপল।
বয়সে বেড়েছে স্নেহ। ধরণীর রঙের পসরা
একদা এদেরও ছিল—উষা, আর সান্ধ্য নভতল।
এরা ভুঞ্জিয়াছে গীত, গতি-রাগ, নিদ্রা, জাগরণ,
চকিত বিস্ময়-সুখ, ভালবাসা, বন্ধুতা-গৌরব,
বিজনে বসিয়া-থাকা, সুকোমল স্পর্শ-শিহরণ
রেশমে, কপোলে, ফুলে ; ফুরায়েছে আজি সেই সব
আছে হ্রদ হিম-দেশে সারাদিন ক্ষ্যাপা বায়ুসনে
হাসে হা-হা করি', হাসে বুকে নীলাকাশ। পরক্ষণে
সে চঞ্চল রূপচ্ছায়া, উর্ম্মি-নৃত্য—শীত সুকঠিন
স্তব্ধ করি' দেয় শুধু একটি ইঙ্গিতে ; রেখে যায়
নিস্তরঙ্গ শুভ্র-ভাতি, পুঞ্জীকৃত প্রভা ছায়াহীন—
একটি বিস্তার শুধু, দীপ্ত শান্তি, গভীর নিশায়।'

হে প্রেমিক, আয়ুহীন! এ জীবন এত কি সুন্দর?
সত্যকার তৃষাভরে যে করেছে সেই সুধা পান,
মৃত্যুর আঁধারে সে কি পাইয়াছে পূর্ণিমা-সন্ধান?
বৈতরণী-তীরে বসি' ভুঞ্জে সে কি মলয় মন্থর?
এ কি প্রেম প্রাণময়! জগতের এই যুগান্তর—
নির্দ্দয় প্রলয়-বন্যা—সাঁতারিয়া, তুমি বীর্য্যবান
উতরিলে সেই স্রোতে—তারকারা করি' যাহে স্নান
নীরবে চাহিয়া থাকে পৃথ্বী পানে, ভরিয়া অম্বর।

প্রাণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মরণের বরযাত্রী তুমি!
হে গাণ্ডীবী, বিস্ফারি' বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা
ধনুকে অমোঘ শর, ভেদ করি' কঠিন শ্মশান
বহাইলে ভোগবতী—পূত হ'ল সারা প্রেতভূমি!
মমতার মোম দিয়ে বধূ-মুখ করিলে মার্জ্জনা
প্রকৃতির,—নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান!

তাই আজ, ওগো বন্ধু, ধরণীর দূর প্রান্তভাগে
তোমারে সম্ভাষ করে ভিন্নভাষী আর এক কবি।
তব কাব্য দুগ্ধ যেন, ঈষদুষ্ণ, দোহন-সুরভি—
পান করি' প্রাণে তার কি আনন্দ, কি ভরসা জাগে!
শতযুগ-জরাভার যেই জাতি নিশ্চিন্ত বিরাগে
বহে আজও, তারি মাঝে ভগ্ন জীর্ণ এ জীবন লভি'
গাহি গান ভয়ে ভয়ে; আজি মোর ভবন-বলভি
স্পন্দিছে এ কোন্ ছন্দে, প্রাণ মোর এ কি মুক্তি মাগে!
হেরি মূর্ত্তি নগ্ন-শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, কুণ্ঠালেশহীন—
মসৃণ মর্ম্মরে যেন গড়িয়াছে যুনানী ভাস্কর!
পৃথ্বী 'পরে পদাঙ্গুলি, দেহ তবু আকাশে উড্ডীন—
মর্ত্ত্যেরি সে বার্ত্তাবহ স্বর্গপানে বাড়াইছে কর!
গুল্‌ফ-মূলে কাঁপে পাখা—অন্তরীক্ষে এখনি বিলীন!—
গানের কিরীটখানি ফেলে গেছে ধরণীর 'পর!

বিবেকানন্দ

কালরাত্রি পোহাইল ?—পূর্ব্বাভাস অসীম ঊষার
দেখা যায় প্রাচী-প্রান্তে। মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসেছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার।
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বীর, বীর-বীর্য্য, প্রেমিক উদার,
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সঙ্কট-সমরে—
হে সংযমী, যমভয়-ভীত জনে অন্তিম প্রহরে
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মবিদ্‌! চারিত্রে তোমার।

তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিরি-চূড়া—
দেবতা নিবসে যথা, চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল।
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার, শির রহে ঘিরি'
চিরস্তব্ধ তারাস্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া।
জানে, আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল

সত্যেন্দ্রনাথ

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে এক দিন—
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন,
মুদিলে মেঘের রবে আঁখিদুটি ম্লান হাসি হেসে?
বেদনার অর্ঘ্য রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ!—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে?

বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নবমেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী-মধু শীতল সুরভি;
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহাস্বর,
আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জ্জন ভবন-বলভি!—
'আর নয়!' কহে দেবী, বীণা হতে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা!—আমি গাই, তুমি শোন, কবি!'

শরৎচন্দ্র

('বিরাজ-বৌ' ও 'শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব্ব'-পাঠে)

তখন যৌবন-দিন, বিকশিত চিত্ত-শতদলে
সুপবিত্র প্রীতিরাগ, পূজ্য-পূজা লাগি' সে অধীর—
সেই কালে—অবারিত ছিল যবে আশিস বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে।
সে কি চিত্ত-চমৎকার!—পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সুবিচিত্র কথা সেই 'বিরাজে'র—হৃদয়-রুচির।
সামান্যা সে রমণীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে!
এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি!—বিরহের ঘন-ঘোর নিশা,
বিদ্যুৎ-চকিত দীপ্তি তিমিরে দেখায় তবু দিশা—
প্রেমের পুরুষ-মূর্ত্তি নীলকণ্ঠ-সম 'নীলাম্বর'।
কুলহীনা রমণীর নেত্রে সেই সন্ধ্যাদীপ-তৃষা—
কলঙ্কিনী-সতী-শোকে পতি তার ধ্যানী মহেশ্বর।

কে জানিত তার আগে সর্ব্বশেষ মন্দির-সোপানে
ধূলায় ধূসর যেই পড়েছিল প্রাণের ভুখারি
এক পাশে, অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী
জীবজন্ম-রসাতলে ডুবেছিল অমৃত-সন্ধানে।

স্ম র - গ র ল

ঘৃণা ভয় বিসর্জ্জিয়া আকণ্ঠ গরল-ফেন-পানে
লভিল আরেক আঁখি ভস্মলিপ্ত ললাটে তাহারি।
শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে।
তাই তার সাধনায় ভয়ঙ্করী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায়।
যা কিছু কুৎসিত, হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিনী
করাইল পুণ্য-স্নান, মুহূর্ত্তে সে কালিমা মিলায়।
চাহি নি যাহার পানে ভুলে কভু, তারে আজ চিনি—
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ-শিলায়।

এক আশা

আমি একা।   এ ধরার ধূলির আসরে
মিলিয়াছে কত কোটি!   সারা দিনমান
ব্যাপ্ত করি' উদয়াস্ত, জন্ম-জয়গান
উৎসারিছে নিরবধি প্রাণপূর্ণ স্বরে!
হর্ষ-শোক, হিংসা-প্রেম—দ্বন্দ্ব-অবসরে
মহাকবি-বিরচিত চরিত মহান,
মৃত্তিকার পৃথ্বীতল করি' স্পন্দমান
ফুটায় রোমাঞ্চ-রশ্মি নিশীথ-অম্বরে!
আমি হেথা অনাহূত অচেনা অতিথি,
কোথা হতে এই সূর্য্য-চন্দ্রাতপ-তলে
আসিনু কেমনে?—প্রাণের পাথেয়হীন,
চক্ষে শুধু স্বপ্ন, আর বক্ষে ভগ্ন বীণ—
ভাবিতে লজ্জায় মরি! জীব-রঙ্গস্থলে
বিজনে ভ্রমিনু শুধু চারু চিত্রবীথি!

কিবা এই অভিশাপ! দুই মুঠি ভরি'
কিছুই ধরিতে নারি।   সুস্থ দেহমাঝে
যে ব্যথা শোণিত-ছন্দে হৃদ্‌যন্ত্রে বাজে,
সুপক্ক ফলের মত নখ-অগ্রে ধরি'
দশনে দংশিতে যারে একাকার করি
রসে-শাঁসে,—ধরণীর রসিক-সমাজে

সেই ব্যথা, সেই সুখ না লভিয়া, লাজে
সম্বরি' আপন দৈন্য যেতে হবে সরি' ?
জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে-ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি।
যে চাহে বুঝিতে শুধু মরণের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিয়ম-জিজ্ঞাসা—
দেহী হয়ে সে যে বৃথা দেহভার বহে।

তাই ভাবি, এ ধরার উদার অঙ্গনে
কি করিনু ? চিরদিন একি হেলাফেলা!
দূর হতে হেরি' জন্ম-মরণের মেলা
মজিনু স্বপনে শুধু! এ বাহুবন্ধনে
বাঁধি নাই কোন জনে ; ভেরীর নিঃস্বনে
ছুটি নাই খুলিয়া দুয়ার ; সন্ধ্যাবেলা
একটি তারার পানে চাহিয়া একেলা
হারা-মুখ স্মরি নাই অশান্ত ক্রন্দনে।
সম্মুখে বহিয়া যায় মর্ত্ত্য-তরঙ্গিণী
আবর্ত্ত-অধীর, জন্ম-মৃত্যু দুই তট
ভাঙিয়া গড়িছে পুন নূতনের গানে—
ভয়াতুর চেয়ে আছি সেই বারি পানে,
ভরিতে নারিনু মোর শত-ছিদ্র ঘট।—
সতী আত্মা ?—হায়, সে যে ঘোর কল

এক আশা

ফুরায়ে আসিছে বেলা ; অপরাহ্ণ দিন—
ঝাউবন ছায়াভরা মুমূর্ষু আলোকে ;
হেরিতেছি ক্ষান্তকণ্ঠ পাখীর পালকে
আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন।
উপোষিত আঁখিযুগে রূপরেখা ক্ষীণ—
জুড়ায় দিনের দাহ আমার ভূলোকে।
গেঁথেছিনু যেই গাথা প্রাণহীন শ্লোকে,
জীবনের বিপণিতে তাও মূল্যহীন।
আজ মনে পড়ে সেই প্রভাতের কথা—
বালারুণ-রশ্মিরাগ দেবদারু-শিরে,
পল্লবে প্রবালে পুষ্পে অযত্ন-সঞ্চয়
প্রাণের পুলক-মণি !—সে নিত্য-বিস্ময়
কখন হারায়ে গেছি ! দিনান্ত-সমীরে
বনের মর্ম্মরে শুনি মনেরি বারতা !

এমনি কাটিল বেলা। আমি ধরিত্রীর
ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ শিশু,—বসি' এক ধারে
দুইটি ডাগর আঁখি ভরি' জলভারে
চেয়ে আছি, আশাহীন তৃষায় অধীর।
জননী দাঁড়ায়ে হোথা—স্তনস্রাবী ক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি' কাতারে কাতারে,
প্রবল দুরন্ত যারা ; হাস্য-অশ্রুধারে
উথলে অবোধ প্রীতি, নয়ন মদির !

আমি শুধু চেয়ে আছি,—নারিনু ধরিতে
ধরণীর সুধাপাত্র। শুধু এক আশা!—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখে নি আঁচলে মাতা? সস্নেহে সাধিয়া
ধরিবে না মুঠি মোর—সর্ব্ব দুঃখনাশা
একটু প্রসাদকণা গোপনে ভরিতে?

সে নহে যশের আশা!—কালের সাগরে
অম্বুমুখে ক্ষণবিম্ব বুদ্বুদ-বিলাস!
আমি চাই নিজ প্রাণে পূর্ণ-অভিলাষ—
হৃদিপুষ্প ভরি' যাবে পরাগে কেশরে।
জীবনের সর্ব্বশেষ পূর্ণিমা-বাসরে
বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ!
রবে না আড়াল কোথা,—সুবর্ণ-সঙ্কাশ
নেহারিব পূর্ণশশী দিকে দিগন্তরে!
শয়ন-শিয়রে মোর নিশি কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপলক্ষ্মী! নয়ন-গণ্ডূষে
সে লাবণ্য-সিন্ধু লব এক কালে শুষে!
যে অমৃত পিপাসায় করি নি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি'!

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার-বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে—
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার-বার শিথান-শয়ন।
প্রদীপের তলে বসি' যূঁথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথ' তারে চিকণিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে-
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের 'পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন।

কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্ব্বরী—
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয় বিধুর।
কত রাধা বায়ু-রবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর।—
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হবে এই মিলন মধুর।

বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ী, কড়িহার ;
আর্দ্রচুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার।
আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি ; তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে, সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি',
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বার-বার।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন।
নিদাঘার্ত্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন!
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন।
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন।

চৈত্র-রাতে

আসিয়াছে চৈত্র-রাতি, সাথে তার জ্যোৎস্না-যাদুকরী—
স্বপ্ন আছে, নিদ্রা নাই। যৌবনের সেই রূপকথা
চমকিয়া স্মরি শুধু, চমকিয়া উঠে পান্থ যথা
মৃদু-গন্ধে—দূর বনে ফোটে বুঝি নেবুর মঞ্জরী।
স্মরণের কুঞ্জে কুঞ্জে মন আজ করে মাধুকরী—
ঝরা-ফুলে বসে অলি, শুষ্ক শাখে শোভে কল্পলতা।
অপূর্ব্ব সে উপন্যাস।—মনে হয়, আমি নাই তথা,
সে কাহিনী যার, তারে আমিও যে গিয়েছি পাসরি'।

জানি সে যে কত বড়। স্মরি যবে সেই পূর্ব্বরাগ,
সেই ক্ষণ-মূর্চ্ছাবেশ হেরি' শুধু পদচিহ্ন বাটে।—
কে বলিবে, এক দিন আমি ছিনু এত ধনে ধনী।
মর্ম্মর-অলিন্দে বসি' জ্যোৎস্নালোকে যাহার সোহাগ—
(অধরে পড়েছে আলো, ছায়াখানি নয়নে ললাটে।)
সম্রাট-প্রেয়সী নয়—সে যে ছিল আমারি রমণী।

পৌর্ণমাসী

আজ দীর্ঘ পৌর্ণমাসী যাপিয়াছি বিজন-বাসরে—
সুন্দরের কোজাগর, নিদ্রাহারা নিদাঘ-শর্ব্বরী।
পরিণাম-রমণীয় দিবসের দীপ্তি অনুসরি'
উঠেছিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গাঢ় নীলাম্বরে।
বিধু পিয়াইল যবে জ্যোৎস্না-সীধু যামিনী-অধরে—
খুলে ছিঁড়ে খ'সে গেল তারকার সিঁথি-সাতনরী।
তার পর সম্বরিল নীবি-বাস চমকি' শিহরি'—
হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর, প্রহরে প্রহরে।

শেষ হ'ল সুধাপান,—ম্লান হাসি আরও যে মধুর!
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্ব্বাশার আসন্ন আভাস,
একটি অশ্রুর মুক্তা দোলে হের, নয়নে বধূর—
পূর্ণ-সুখ পূর্ণিমার মুখে সে কি মাধুরী উদাস!
অস্ত গেল নিশানাথ, বনে বনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে ছড়ায়ে প'ল বিধবার কৌটার সিঁদুর!

নিশুতি

রজনী গভীর হ'ল, কৃষ্ণপক্ষ-দ্বিতীয়ার শশী
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধ-নভে—স্রোতোহীন নীলের পাথারে।
মন্ত্রস্তব্ধ চরাচর, তরুশ্রেণী কাতারে কাতারে
দাঁড়াইয়া তন্দ্রাতুর—নিস্তরঙ্গ তিমির-সরসী।
মনে হয়, ধরা যেন শুক্লাম্বরা বিধবা রূপসী—
এলাইয়া রুক্ষ কেশ, অসহ্য সে বেদনার ভারে
প'ড়ে আছে সংজ্ঞাহারা, রজনীর নিশুতি-আগারে—
ধূ-ধূ করে রূপ-মরু দিশাহীন দিগন্ত পরশি'।

এ কি কান্তি ভয়ঙ্করী! এর চেয়ে ভাল অন্ধকার—
প্রাণহীনা ধরিত্রীর সকরুণ লজ্জা-নিবারণ।
এ যে মৌন-অট্টহাস, মরণের জ্যোৎস্না-জাগরণ!
যৌবন—দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার!
মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
দিবসের লীলাশেষে নিশাকালে এ কি হাহাকার!

নিশান্তে

নিশা অবসান হ'ল ; যত পাখী আছিল যেখানে
ডাকিতেছে একসাথে, আনন্দের কি কলকূজন !—
দিকে দিকে মৌন-স্তব্ধ অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ
স্ফটিক-আকাশে যেন সচকিত প্রতিধ্বনি হানে।
বাতায়নে দাঁড়াইনু শয্যা ত্যজি' উষার আহ্বানে ;
শিশুর ক্ষীরাম্বু-গন্ধী অধরের হাসি অতুলন
হেরিলাম দিবামুখে—প্রভাতের প্রথম কিরণ,
নিষ্কলঙ্ক, বর্ণহীন—শুধু-আলো, নিশা-অবসানে।

সে যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কৌস্তুভ-আভাস !
সৃষ্টির আহ্লাদ যেন, জগতের নিগূঢ় চেতনা।
পরিব্যাপ্ত বিভা শুধু। জড়বক্ষে প্রাণের বিকাশ।
মৃত্যুময়ী ধরণীর শিরে যেন আশিস-সান্ত্বনা।
সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতি ভরিয়াছে সকল আকাশ—
ভরিয়াছে মোর নেত্র সেই প্রভা স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা।

বিদায়

আজ সখি, সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর ;
বাদলের কৃষ্ণাতিথি, আর্দ্র বায়ু উঠিতেছে শ্বসি',
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর।
চুরি ক'রে এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—
জান সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী!
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দ্দশী,
বিনা-ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর!

যদি পুন দেখা হয় চন্দ্র-কান্ত চৈত্র-রজনীতে,
ফুলে ফুলে ভরি দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী-দুকূল,
গাব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে।
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল!

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউসের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত।